Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহিত্য-সাধক
বিবেকানন্দ

PRESENTED

ডক্টর শ্রীঅধীর দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. 11/193
Shri Shri ... ayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহিত্য-সাধক
বিবেকানন্দ

PRESENTED

BANARAS ...yee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men, but the definite work he has left behind is quite incommensurate with our impression of his creative might and energy.

—Sri Aurobindo

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
LIBRARY
No. ১১।২২
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ডক্টর শ্রীঅধীর দে এম.এ., ডি. ফিল্.

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

প্রকাশনী

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সৃষ্টি প্রকাশনী
কলিকাতা-৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ :
বিবেকানন্দ শতবর্ষ-পূর্তি দিবস, ১৯৬৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রদীপকুমার দে
সৃষ্টি প্রকাশনী
১৪১-বি, ব্রাহ্ম সমাজ রোড,
কলিকাতা-৩৪

পরিবেশক :
কল্লোল প্রকাশনী
এ-১৩৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমদন সরকার
ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
দি ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১-এ, টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No..............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বর্তমান বাংলার অন্যতম সাধকশ্রেষ্ঠ
শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামীজী
শ্রীচরণেষু—

১১।১৯৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'

(ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সহ সম্পাদিত)

ভারত অমৃত কথা

সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে (যন্ত্রস্থ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বভাষ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এমন মহাপুরুষ বিরল নহে, যাঁহারা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াও এমন একটি ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা তাঁহাদের অন্যান্য দিকের সাফল্য বা কৃতিত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই একটি মাত্র কৃতিত্বের ফলেই তাঁহারা জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এমনই একজন বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ। স্বামীজীর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব তাঁহার জনসেবা-ব্রত উদ্‌যাপনে ও বেদান্তের অভিনব ব্যাখ্যায় এবং তাহাতেই বিশ্বজগতে তাঁহার সর্বাধিক খ্যাতি। মানব-সেবাধর্মব্রতী হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তরালে তাঁহার আর একটি কৃতিত্ব অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়াছে। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধর্মশাস্ত্রেই ছিলেন মহাপণ্ডিত ও ধর্ম-সমন্বয়কামী বীর সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যার অভিনবত্বে এবং মানব-সেবাধর্মের সাধনার ইতিহাসে বিবেকানন্দের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, সেই সম্পর্কে বাংলাদেশে বহু ও বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু স্বামীজীর সাহিত্য-সাধকের পরিচয় প্রকাশ করিয়া কোন অখণ্ড (synthetic) আলোচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে সম্পন্ন হয় নাই। অথচ বিবেকানন্দের সাহিত্য-কর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যের যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত সমান মর্যাদায় ভূষিত হইবার যোগ্য।

বর্তমান গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় অনাদৃত ও অনালোচিত দিকের প্রতি সামান্য পরিমাণে আলোকপাত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থটিকে চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া স্বামীজীর সাহিত্যিক মন ও তাঁহার সমগ্র শিল্পকর্মের পরিচয় দানে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ব্যক্তি-পরিচিতি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের বিচিত্র ঘটনার রেখাচিত্র ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ আবেগ ও কবিত্ব প্রসঙ্গে তাঁহার মৌলিক বাংলা কবিতা, তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ মনন ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমগ্র গদ্যরচনা ও পত্রাবলী এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ ভাষা ও বাণীভঙ্গি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বাংলা চলিত ভাষা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা ও তাহার সার্থক প্রয়োগ-নৈপুণ্যের আলোচনা হইয়াছে। মুখ্যতঃ স্বামীজীর বাংলা ভাষায় লিখিত রচনাসমূহের মধ্যেই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। পাঠক সমাজের নিকট হইতে উৎসাহ পাইলে বিবেকানন্দের অন্যান্য ভাষায় লিখিত রচনা, বিশেষতঃ ইংরেজী রচনাগুলির আলোচনায় অগ্রসর হইবার ইচ্ছা আছে। গ্রন্থোক্ত আলোচনাকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি অজ্ঞাত সম্ভাব্য ত্রুটির জন্য পাঠক সমাজের নির্দেশ সাদরে গ্রহণীয়।

বর্তমান গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্বে ইহার কিছু কিছু রচনাংশ বরাহনগরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন হইতে প্রকাশিত মাসিক 'ভাবমুখে' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'ভাবমুখে'র অন্যতম সম্পাদক স্বামী নীলানন্দের আগ্রহ ও উৎসাহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইণ্টালীর অদ্বৈত আশ্রমের শ্রীসুধীর মহারাজ 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র পুরাতন ফাইল সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার রচনা-কার্যের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকেও আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় অনেকের নিকট হইতেই নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি। সীমাবদ্ধ পরিসরে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নহে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থশেষে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজনার নির্দেশ দিয়া গ্রন্থখানিকে অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী কবি শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যও স্মরণযোগ্য। কল্যাণীয়া শ্রীমতী মীরারাণী চট্টোপাধ্যায় এম.,এ.-র সক্রিয় সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী সম্পর্কিত বহু প্রয়োজনীয় উপকরণের সন্ধান দিয়া তিনি এই গ্রন্থের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পরিশেষে, গ্রন্থ-মুদ্রণ ও পারিপাট্য বিষয়ে প্রিণ্টস্মিথের স্বত্বাধিকারী শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY ১১।১৯৭
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তি-পরিচিতি ... ১—৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবেগ ও কবিত্ব ... ৪২—৭০

তৃতীয় অধ্যায়

মনন ও ব্যক্তিত্ব ... ৭১—৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ও বাণীভঙ্গি ... ৯৭—১১৪

পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী ... ১১৫—১২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No......১১।১৯২
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARAS

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তি-পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য মহাতপা সন্ন্যাসী। সাধনমার্গের উচ্চশিখরে সমাসীন হইয়াও তিনি কখনই গুহাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণাকেই জীবনসর্বস্ব করেন নাই। বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র স্বদেশ তথা জগতবাসীর মুক্তিযজ্ঞের অন্যতম হোতা। তিনি সাধনলব্ধ জ্ঞান ও ধ্যানকে তাঁহার কর্মযোগের মধ্যে অতি সার্থকভাবে সমন্বিত করেন। বিবেকানন্দই শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের উদার ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের মহান্ মর্মবাণী পাশ্চাত্ত্য দেশে সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত করেন। তিনিই বিশ্বজগতে মানব-কল্যাণ ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা ও রূপকার। স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র উন্নতশির বীরেশ্বর সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠই নহেন, সাহিত্য-সাধক হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। বিবিধ রচনাবলী ও বক্তৃতারাজির মধ্য দিয়া তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ও কর্মের এক সুষ্ঠু সুন্দর সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটিয়াছে।

জগদ্বরেণ্য ধর্মবীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসপূর্ব অর্থাৎ পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সোমবার (বঙ্গীয় ১২৬৯ সনের পৌষ-সংক্রান্তি দিবস) সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে উত্তর কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ার সম্ভ্রান্ত বিত্তবান্ দত্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেও তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান ও পরম দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বনাথ স্বয়ং ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং সংগীত-চর্চার প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। নরেন্দ্রনাথ পিতার এই সাংগীতিক সত্তা উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী সদাপ্রফুল্ল, শান্ত, সংযতবাক্, কার্যকুশলা ও অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন। মহিমময়ী মাতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বে ভুবনেশ্বরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়া। মাতার ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎ-বিভায় নরেন্দ্রনাথের বজ্র-কঠিন ব্যক্তিত্ব হইয়াছিল ভাস্করের ন্যায় দৃঢ় ও ভাস্বর।

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত চঞ্চল ও দুরন্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন। তাঁহার দুরন্তপনা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অর্থাৎ নিমাই-এর বাল্যাবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নিমাইও শৈশবে অত্যন্ত অস্থির ও দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দুরন্তপনা ও উৎপীড়নে তৎকালীন নবদ্বীপবাসিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথেরও দুরন্তপনা ও অশিষ্ট আচরণে গৃহের আত্মীয়-স্বজনের মত পাড়া-প্রতিবাসিগণও অতিশয় অস্বস্তিবোধ করিতেন। অথচ পরবর্তী কালে এই দুই দুরন্ত শিশুই শান্ত সংযত সন্ন্যাসীর গৈরিক রূপাবেশে নিরভিমান ও অতিশয় বিনয়ী হইয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

শৈশবে নরেন্দ্রনাথ দুরন্তপনা করিলেও অধ্যয়ন অর্থাৎ পড়াশুনার প্রতি তাঁহার অবহেলা বা অমনোযোগ ছিল না। ছয় বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় এবং সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হন। নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। সেইজন্য অধ্যয়নে অল্প সময় ব্যয় করিয়াও তিনি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি মাতা ভুবনেশ্বরীর নিকট হইতেই লাভ করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ ধর্ম-পুরাণ ভুবনেশ্বরী দেবীর কণ্ঠস্থ ছিল। নরেন্দ্রনাথও মাতার অনুপ্রেরণায় মাত্র সাত বৎসর বয়সেই সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুখস্থ করেন এবং সেই সময়েই রামায়ণের যে কোন স্তবক হইতেই তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথের শৈশবাবস্থায় একদিন এক রামায়ণ গানের আসরে গায়কের স্মৃতিভ্রংশ ঘটিলে তিনি গায়কের বিস্মৃত অংশটি তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করিয়া আসরস্থ শ্রোতা দিগকে চমৎকৃত করিয়া দেন। অতি শৈশবে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সেই সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রগুলিও তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। প্রখর স্মৃতিশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয় নরেন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের বিভিন্ন পর্বে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসের সহিত নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ক্রীড়া ও ব্যায়াম-চর্চাদিতেও মনোনিবেশ করেন। বরং পাঠাভ্যাস অপেক্ষা শরীর-চর্চার প্রতি তাঁহার সমধিক আগ্রহ প্রকাশ পাইত। দৈহিক শক্তিতেও তিনি সমবয়স্ক কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। কুস্তি, যষ্টি-ক্রীড়া, অসি-চালনা, সন্তরণ প্রভৃতি শারীরিক শক্তিবর্ধক ক্রীড়া-বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মল্লবীরের মতই তাঁহার শরীর সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সবল শক্ত শরীরই সুস্থ ও উর্বর মস্তিষ্কের সহায়ক, ইহা উপলব্ধি করিয়া শিশুকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম-চর্চা করিয়া নিজের শরীরকে এমন ভাবে ইস্পাত-কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহা দ্বারা পরবর্তী কালে তাঁহার গভীর অধ্যয়ন-অনুধ্যান ও কঠোর সাধনার পথ অতি সুগম ও সহজসাধ্য হইয়াছিল। মানুষের যে কোন সদ্‌গুণের বিকাশকল্পেই সবল স্বাস্থ্য অপরিহার্য। নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে দেশের যুবকগণকে সর্বাগ্রে দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান হইবার আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন—

'দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। তোমরা সবল হও, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।*** আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।'

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিয়দর্শন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারও ছিল নিরভিমান ও স্বভাব-মধুর। তদুপরি খেলাধূলা ও লেখাপড়ায় তাঁহার সমান দক্ষতার জন্য তিনি অচিরেই ছাত্রসমাজের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণও নির্দ্বিধায় তাহাদের নেতৃত্বের ক্ষমতা তাঁহাকে দান করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। জনপ্রিয় ইংরেজ কবিগণের বিশিষ্ট কবিতাগুলি চমৎকারভাবে আবৃত্তি করিয়া স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠেন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃত বিশিষ্ট স্তোত্র বা শ্লোকও নরেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও অনিন্দিত ভঙ্গিতে পরিবেশনগুণে শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত। সংস্কৃত ভাষার প্রতি শৈশব হইতেই তাঁহার গভীর প্রীতিবোধ ছিল এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম-কালেই তিনি সংস্কৃত রচনাকর্মে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষাতেও কৃতবিদ্য ছিলেন এবং স্কুল জীবনেই ইংরেজী ভাষায় অনর্গল আলাপ-আলোচনা করিতে পারিতেন। বাগ্মিতাগুণও তাঁহার সহজাত ছিল। ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তির পরিচয়স্বরূপ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি তখন মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র। স্কুলের জনৈক শিক্ষকের বিদায়-অভিনন্দন সভায় নরেন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধঘণ্টাব্যাপী ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার সেইদিনের বক্তৃতা বহু সুধীব্যক্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সেই অভিনন্দন-সভার সভাপতি ছিলেন বাংলার তৎকালীন বিখ্যাত বাগ্মী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ হন এবং তাঁহার সুললিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সরস সুন্দর বাক্য-বিন্যাসগুণের অতীব প্রশংসা করেন। নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে যে বাগ্মিতা-বলে জগদ্ব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিবেন, তাহার সূচনা তাঁহার বাল্যজীবনেই লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

'He was the greatest Public Orator India had ever known.'

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মেট্রোপলিটন স্কুলের তিনিই ছিলেন একমাত্র ছাত্র, যিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের মুখোজ্জ্বল করেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর। এফ্‌-এ অধ্যয়নের সময়েই তিনি সংগীত-বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত ও ভজন গানের জন্য তাঁহার নাম চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর পরবর্তী কালে তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের ভক্ত ও শিষ্যগণের নিকট অতীব আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কণ্ঠসংগীতেরই চর্চা করেন নাই; তবলা, পাখোয়াজ, এসরাজ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র-বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী। সেই সূত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাময়িক ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের গান ও অন্যবিধ রচনার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গতঃ রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহোৎসবে নরেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইলে সেই বিবাহ-বাসরে তিনি রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান গাহিয়া শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গানেও তাঁহার সমান পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগীত নরেন্দ্রনাথের নিকট কখনও সৌখীন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই, তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই সংগীতকে তাঁহার জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংগীত-শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। নরেন্দ্রনাথ সংকলিত 'সঙ্গীত-কল্পতরু' গ্রন্থের নব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় সংগীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ক রচনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথের সুকণ্ঠে গীত অধ্যাত্ম-সংগীত পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয় বস্তু ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ বা আলাপ এক সংগীত-আসরেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান শ্রবণ করিয়াই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এফ্-এ পড়িবার সময়েই তিনি নিয়মিত ভাবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতে সুরু করেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি বিভিন্ন জটিল দার্শনিক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা সাধনে সবিশেষ প্রয়াসী হইতেন। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি তাঁহার পাঠ্যভুক্ত ছিল। নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সর প্রচারিত মতবাদ সর্বতোভাবে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কোন কোন বিষয়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও উপলব্ধি দ্বারা এক স্বতন্ত্র অভিমত প্রকাশ করিয়া স্পেন্সরের বিরোধিতা করেন। ছাত্র-বয়সেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা হার্বার্ট স্পেন্সরের নিকট সোজাসুজি প্রেরণ করিতেও সঙ্কুচিত বা শঙ্কিত হন নাই। নরেন্দ্রনাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত পত্রে তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও ব্যাখ্যাঋদ্ধ মন্তব্যে মুগ্ধ হইয়া জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বাট স্পেন্সর তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন এফ্‌-এ ক্লাসের এক অল্পবয়স্ক তরলমতি ছাত্র মাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই নরেন্দ্রনাথের দার্শনিক বিচারবুদ্ধির অপূর্ব ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া জার্মান অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি (Rev. W. W. Hastie) তাঁহার সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

'Narendra Nath is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in German Universities, amongst philosophical students. He is bound to make his mark in life.'

দার্শনিক অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টির দূরদৃষ্টি কিরূপ গভীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যত-জীবন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যোচিত রসধারায় শৈশব হইতেই যাঁহার প্রাণমন নিষিক্ত হইয়াছে, তিনি যে যথার্থই কাব্যরসিক ও কাব্যানুরাগী হইবেন, তাহাই স্বাভাবিক। নরেন্দ্রনাথের গভীর কাব্যপ্রীতি ও পরবর্ত্তী কালে কবিতা রচনার সহজাত প্রয়াস হইতে তাঁহার কাব্যরসিক মনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি বিশিষ্ট ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা কবিতার রসাস্বাদন করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। ইংরেজ কবিগণের মধ্যে মিলটন্‌ ও ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। বিশেষতঃ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের উচ্চভাবপূর্ণ কবিতা নরেন্দ্রনাথকে সমধিক আকর্ষণ করিত। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতির অন্তর্লীন সত্তার গভীরতম উপলব্ধি ও প্রত্যয় নরেন্দ্রনাথকে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির গভীরতায় নিমগ্ন করিয়া দিত। প্রকৃতির প্রাণসত্তাকে উপলব্ধির জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাবাবেশ বা ভাব-সমাধির (trance) প্রসঙ্গ জ্ঞাত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথের কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি একদিন ইংরেজী ক্লাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিদৃষ্টি ও তাঁহার ঐকান্তিক ভাবানুভূতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা নরেন্দ্রনাথের অন্তর এক সুতীব্র আলোড়নে আন্দোলিত হইয়াছিল। চিত্তের পবিত্রতা ও কোন বস্তু বিশেষের উপর গভীর একাগ্রতা বা ঐকান্তিক নিষ্ঠাই সাধারণতঃ ভাব-সমাধিরূপ অবস্থার অনুকূল এবং এই ভাবাবেশের অধিকারী ব্যক্তি জগতে প্রায় বিরলদৃষ্ট। অধ্যক্ষ হেষ্টি ভাব-সমাধিস্থ রূপের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছাত্রদের নিকট পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন—

'I have seen only one person who has experienced that blessed state of mind and he is Sri Ramkrishna Paramhansa of Dakshineswar. You can understand if you go there and see for yourself.'

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-অনুরাগী নরেন্দ্রনাথ অধ্যক্ষ হেষ্টির নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বিদেশী শিক্ষাব্রতীর এবংবিধ সশ্রদ্ধ উক্তি নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার কলেজেই শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তখন তিনি এফ্‌-এ ক্লাসে অধ্যয়নরত এক তরুণ বয়স্ক ছাত্র মাত্র।

এফ্‌-এ অধ্যয়ন কালেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সমাজে উপাসনাকালে তিনি তাঁহার মধুর কণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করিয়া তৎকালীন বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতাগণের অতি প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের রচনা ও চিন্তাধারার সহিত তিনি এই সময়েই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংলাদেশ তখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের জোয়ারে আলোড়িত। বাংলার ধর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মনেতাগণের গভীর ভাবোদ্দীপনা, ধর্মোৎসাহ ও আকর্ষণী শক্তিতে দেশের প্রায় শিক্ষিত যুবসমাজই তখন অল্পাধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের উদারনৈতিক মনোভাব নরেন্দ্রনাথকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। সমাজে প্রচলিত জাতিভেদের নৃশংস দৌরাত্ম্য ও স্ত্রীজাতির অবাধ শিক্ষাহীনতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মগণের সুতীব্র আন্দোলনকে নরেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং তিনি এই সময়েই ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও অন্তিম পর্ব বাংলাদেশ তথা ভারতেরই এক সংকটময় সন্ধিক্ষণ। প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল অভিঘাতে ভারতবর্ষের স্বধর্ম ও সভ্যতা তখন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অপরিণামদর্শী অনুকরণের দুর্বার মোহজালে ভারতবর্ষের চিন্তাজগত আচ্ছন্ন হইয়া আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বলতার এক গহন গভীর গহ্বরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের সংঘর্ষজনিত অতীব বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশেই সর্বাধিক তীব্র আকার ধারণ করে। বিদেশী অর্থাৎ পরধর্ম ও সংস্কৃতির ভয়াবহ বিনাশধর্মী পরিবেশটি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয় এবং বাংলাদেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই পরে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশের চিন্তাশীল সমাজ দেশের বিপর্যস্ত পরিস্থিতিকে শান্ত ও সংযত করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ সংস্কার-প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। কিন্তু সংস্কারকগণের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অন্ধ মোহ-মুগ্ধতা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতির প্রকৃত স্বরূপ-ধর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। দেশ ও সমাজের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণের প্রতি তীব্র বিরোধিতা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারেরই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন দেশ ও জাতির সনাতন আত্মধর্মের প্রকাশপথ নানাভাবেই রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরধর্মের এই ভয়াবহ উৎকট প্রতিবেশের যবনিকা অপসারণ করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামিপনা এবং অপরদিকে পরধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণের প্ররোচনার বিরোধিতা করিয়া ব্রাহ্মনেতাগণ তৎকালীন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত তরুণ-হৃদয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই আকর্ষণেই কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হইয়া সক্রিয়ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সম্মিলিত বা যুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ বি-এ ক্লাশে ভর্তি হইলেন এবং বি-এ পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার জীবনে ও মননে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রাচ্য দর্শন-শাস্ত্রসমূহের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ, ডেকার্টের অহংবাদ, ডেভিড হিউম বা বেনের নাস্তিকতা, হার্বার্ট স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ, এতদ্ব্যতীত ফিকৃটে, কমতে, মিল প্রমুখ প্রতীচ্য চিন্তাশীল দার্শনিক-গণের চিন্তাধারা ও মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়া এমন এক চিন্তারাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন, যেখানে তাঁহার চিরাচরিত সংস্কার-জাত ভাবধারার অস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। ব্রাহ্ম সমাজের সান্নিধ্যে থাকিয়া নরেন্দ্রনাথের মনে যে প্রথম বালসুলভ ঈশ্বরবোধ ও সরল আশাবাদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও পাশ্চাত্ত্য দর্শন-চিন্তার পটভূমিতে আসিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। প্রকৃত সত্য লাভের ব্যাকুলতা তাঁহার চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনাথের অসীম আধ্যাত্মিক পিপাসা ব্রাহ্ম সমাজের সীমাবদ্ধ চত্বরে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইল না। হৃদয়ে তাঁহার সংশয়ের অসহ জ্বালা এবং পরম সদ্‌বস্তুর নিশ্চিত প্রত্যয় লাভে নৈরাশ্যের গভীর বেদনা নরেন্দ্রনাথকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। একদিন তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার সংশয়াত্মক ব্যাকুল মনের পরিচয় অনাবৃত করিলেন। কিন্তু মহর্ষির নির্দেশ তাঁহার অশান্ত চিত্তে শান্তির প্রলেপ আনিতে সক্ষম হইল না। নরেন্দ্রনাথের অন্তর্লোক এক প্রবল ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্যে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। অধ্যাত্ম-সাধনার প্রকৃত পথের কোন চিহ্নই তাঁহার সম্মুখে আভাসিত হইল না। নিত্য নূতন অসংলগ্ন চিন্তায় তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের এই সময়ের মানসিক বিপর্যয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার কলেজের অন্যতম বন্ধু এবং পরবর্তী কালে বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন—

'The struggle soon took a seriously ethical turn,—reason struggling for mastery with passion and sense. The fascinations of the sense and the cravings of a youthful nature now appe-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ared to him as impure, as gross and carnal. This was the hour of darkest trial for him.'

নরেন্দ্রনাথ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যখন কোন ক্ষেত্র হইতেই প্রশান্তি লাভের অণুমাত্র আভাস পাইলেন না, তখন আকস্মিক ভাবেই তাঁহার স্মরণপথে মহাজ্ঞানী মহাতাপস দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা প্রতিভাসিত হইল। নরেন্দ্রনাথ ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের বিচিত্র ঘটনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং একদিন তাঁহার জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি প্রত্যক্ষও করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক গভীর অন্তর্প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথ সংশয়-দ্বন্দ্বোলোড়িত চিত্তেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের নেতাগণের নিকট হইতে নরেন্দ্রনাথ যে আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করেন নাই, সেই ক্ষুরধার প্রশ্নই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা এবং দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মনের সংশয়পাশ হইতে তাঁহার মুক্তিলাভের বিবরণ পরবর্তী কালে বিবেকা-নন্দের ওজস্বী ভাষায় বিবৃত বক্তৃতায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

'I heard of this man, and I went to hear him. He looked like an ordinary man, with nothing remarkable about him. He used the most simple language, and I thought, "Can this man be a great teacher?"—crept near to him and asked him the question which I had been asking others all my life, "Do you believe in God, Sir?" "Yes", he replied. "Can you prove it, Sir?" "Yes". "How?" "Because I see him just as I see you here, only in a much intenser sense." That impressed me at once. For the first time I found a man who dared to say that he saw God, that religion was a reality, to be felt, to be sensed in an infinitely more intense way than we can sense the world. I began to go to that man, day after day,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and I actually saw that religion could be given. One touch, one glance, can change a whole life. I have read about Buddha and Christ and Mohammad, about all those different luminaries of ancient times, how they would stand up and say, "Be tho whole", and the man became whole. I now found it to be true when I myself saw this man, all scepticism was brushed aside."

সুতীব্র নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে এক উজ্জল আলোকের সন্ধান লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরের সকল বিক্ষোভ বা উদ্বেলতা শান্ত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করিল। প্রখ্যাতনামা দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'He (Vivekananda) tried diverse teachers, creeds and cults, and it was this quest that brought him, though at first in a doubting spirit, to the Paramahamsa of Dakshineshwar, who spoke to him with an authority as none had spoken before, and by his *sakti* brought peace into his soul and healed the wounds of his spirit.'

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, শাণিত-বুদ্ধি, তর্ক-নিপুণ নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণে নিয়মিত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সুরু করিলেন। বি-এ ক্লাশের ছাত্র নরেন্দ্রনাথের সহিত নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘনিষ্ঠতা তাঁহার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন কাহারই প্রীতিপ্রদ ছিল না। নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার পিতৃভবন হইতে কিয়ৎ দূরে স্বীয় মতামহীর গৃহে অবস্থান করিতেন। ধনীর সন্তান নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ করিবার পর হইতেই সাধারণ ব্রহ্মচারীর মতই জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নির্জনে ধ্যানাভ্যাস, দৈহিক কঠোরতা ও সংযত আচার-আচরণ দ্বারা তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বা অনাসক্ত ভাব সকলেরই নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। স্বাধীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আইন-ব্যবসায়ী পিতা বিশ্বনাথ পুত্রের আচার-ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাংসারিক জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণচিত্ত, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রনাথকে বিবাহে সম্মত করান সম্ভব হইল না।

পাশ্চাত্ত্য দর্শন-শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ, অসাধারণ মননশক্তিধর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইলেও তাঁহাকে মহাপুরুষ বা পূজ্যপাদ গুরুপদে প্রথমেই স্থান দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্যসাধারণ সাধনার পরিচয় ইতোপূর্বেই দেশের জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথের নিকটও তাহা অবিদিত ছিল না। ত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হিসাবে কীর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ তখন অধ্যাত্মকামী সকল মানুষেরই কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত ও বন্দিত। দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ বৎসর অতন্দ্র সাধনান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সমকালীন প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অভিনব দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত চরিতকথা ও তাঁহার ধর্ম বিষয়ক মতামত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের এই অপরূপ মানবের জীবনগাথা তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহেও নিয়মিত ভাবে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐশী শক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ও স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াও নরেন্দ্রনাথ প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। ব্রাহ্ম সমাজ প্রভাবিত নরেন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ সংশয়ী মন বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া এক্ষণে অগ্রসর হইলেও পূর্বের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ও মন অশান্তির দুঃসহ দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক শক্তির সান্নিধ্যে ও প্রভাবে ক্রমান্বয়ে সংশয়াতীত ভাবে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নরেন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষা দিলেন। তখনও বি-এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নরেন্দ্রনাথের পিতা এটর্ণী বিশ্বনাথ দত্ত আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। পিতার অকাল মৃত্যুতে বিধবা মাতা ও ভ্রাতা-ভগ্নিগণের সমস্ত দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল। বিশ্বনাথ ছিলেন স্বজন-বৎসল ও অমিতব্যয়ী। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেও সঞ্চয়প্রবণতা তাঁহার কোনদিনই ছিল না; বরং অহেতুক ব্যয়াধিক্যের ফলে তাঁহাকে অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। বিশ্বনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেখা গেল যে, তিনি পারিবারিক সংস্থানের ত কোন উপায় রাখিয়া যান নাই, পরিবর্তে বেশ কিছু পরিমাণ ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। বিরাট পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সমগ্র দায়িত্বভারে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ধনীর দুলাল নরেন্দ্রনাথের দুঃখ-দারিদ্রের সহিত কোনদিনই পরিচয় ছিল না। পিতৃবিয়োগে দারিদ্র্যের কঠোর নগ্ন রূপের সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিল। পরিবারবর্গকে উপবাসের হাত হইতে রক্ষাকল্পে নরেন্দ্র-নাথ কর্মের সন্ধানে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেও কোন চাকুরী সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। উপার্জনহীন নরেন্দ্রনাথ বিধবা জননী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা-ভগিনী লইয়া কোনদিন একবেলা আহার করিয়া, কোনদিন বা অনাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বনামধন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নরেন্দ্রনাথের এই সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'পিতৃবিয়োগের পর তিনি (নরেন্দ্রনাথ) এক রকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন, "আমার নিমন্ত্রণ আছে।" মনের ভাব এই যে, তিনি বৈকালে আহার না করিলে, পরদিন কতক অন্নের সাশ্রয় হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। একদিন এই উপবাস বশতঃ দুর্বলতায় তাঁহাকে পথে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়।'

কঠোর দারিদ্র্যে নরেন্দ্রনাথের মন ও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। দরিদ্র জীবনের প্রতি সমগ্র পৃথিবীর নিদারুণ উপেক্ষা, অকৃতজ্ঞতা ও কপটাচার তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলেন। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তিনি যে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের গুরু পাষাণভার অপসারণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবাকেই একমাত্র ব্রত বলিয়া প্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি এই সময়েই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল।

বহু ব্যর্থতা ও হতাশার পর অনেক কষ্টে নরেন্দ্রনাথ অস্থায়িভাবে এক অফিসে অনুবাদকের এক সামান্য চাকুরী পাইলেন। কিন্তু তাহা দ্বারা তাঁহার সাংসারিক অভাব দূর হইল না; অর্থের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করিয়া তিনি এই সময়ে কতকগুলি ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য সংস্কৃত কবি জয়দেব প্রণীত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ তাহাদের অন্যতম।

কঠিন বাস্তব জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অর্থোপার্জনে বিফলতা নরেন্দ্রনাথকে উন্মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন নিরুপায় হইয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহার সাংসারিক দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব করুণার্দ্র হইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মায়ের মন্দিরে গিয়া বরাভয়করা মহামায়ার নিকট ঈপ্সিত প্রার্থনা জানাইতে নির্দেশ দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন কঠোর নিরাকারবাদী অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশের জন্য মনে মনে তিনি কৌতুক-বোধ করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাতে সম্মত হইলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ মহাকালের বক্ষোদেশে নৃত্যরতা হাস্যময়ী মহাকালীর প্রস্তরমূর্তি দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পাষাণ-প্রতিমা তাঁহার নিকট জীবন্ত ও জাগ্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইল। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া সাংসারিক বস্তুগত আবেদন জানাইতে ভুলিয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে মহামায়ার নিকট বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির প্রার্থনা জানাইলেন। সেইদিনও এক অবাচ্য অনুভূতি লইয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব-অভিযোগ অনেকাংশে হ্রাস পাইল। অনুবাদ-কর্মে এবং এটর্ণী অফিসে কার্য করিয়া (Articled Clerk) তিনি যে অর্থোপার্জন করিতে সুরু করিলেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের সংসার কোনক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে গ্র্যাজুয়েট নরেন্দ্রনাথ প্রাতঃস্মরণীয়. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত চাঁপাতলা শাখার প্রধান শিক্ষকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ প্রাপ্ত হইলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বি-এল্ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নও যথারীতি শুরু করিয়া দিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ, সাধকশ্রেষ্ঠ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ধর্মচেতনার মধ্যে এক অপূর্ব সংগতি বা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহার কোন সন্তোষজনক বা বিশিষ্ট সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বে কোন ধর্মনায়কের পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই। মানুষের এই জটিল ধর্মীয় প্রশ্ন ও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্ম সমন্বয়ের এক আশ্চর্য-সুন্দর উদার আদর্শ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই উদার মতাদর্শের পরিপোষক মহাসাধক পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধর্মমত বা পদ্ধতি অবলম্বনে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গভীর সাধনা বা তপস্যার ফলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে সকল ধর্মমতের মৌলিক আদর্শপন্থা এক বা অদ্বিতীয়। কেবলমাত্র মানুষই তাহার বিবিধ ধর্মীয় কূটনৈতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-যজ্ঞের অপূর্ব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন—

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে,
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথাকথিত 'পুঁথি-পড়া' বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না। শাস্ত্র-চর্চায় বা টোলের পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য হইয়া তিনি কোন উপাধিধারী পণ্ডিত ব্যক্তির মর্যাদাও লাভ করেন নাই। তথাকথিত সাধারণ শিক্ষার মানদণ্ডে তিনি ছিলেন এক অজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তি। অথচ এক অলৌকিক সাধনবলে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের এক সমুন্নত প্রকোষ্ঠে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে কোন জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যায় সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল অথচ শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিত। তাঁহার নিত্য অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মানুষই দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন এবং মুগ্ধ-বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ব্রহ্মানন্দ আচার্য কেশবচন্দ্রের ন্যায় মনীষীও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মীয় উপদেশে এমনই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের সাধনায় ও কর্মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব অনুভব করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-বাণীর মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে জাতির জনক ধর্মপ্রাণ মহাত্মা গান্ধীর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—

'Ramkrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned but they are pages from the book of life. They are revelations of his own experiences.'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল মধুর উপদেশ-বাণীর অলৌকিক মহিমা নরেন্দ্রনাথও মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই আকর্ষণেই তিনিও নিয়মিত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। পিতৃদেবের অকাল লোকান্তরে এক দুঃসহ সাংসারিক বিপর্যয় নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে এমন এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তিনি সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরবিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনেও ছেদ পড়িয়াছিল। পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রবলতর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি নরেন্দ্রনাথের সহজাত অথচ প্রসুপ্ত সাত্ত্বিক-ভাবের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়াছিল। কিয়ৎ পরিমাণে সাংসারিক সচ্ছলতা ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া ক্রমান্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ও প্রিয় ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গলরোগে (cancer) আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ প্রথমে শ্যামপুকুর, পরে কাশীপুরে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার রুগ্নশয্যার পার্শ্বদেশ কোন সময়েই পরিত্যাগ করিতেন না। এই সময় হইতেই নরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ নিজ বাড়ী অর্থাৎ আত্মীয়-পরিজনবর্গের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। চাকুরী ও বি-এল্ পরীক্ষা দিবার অভিলাষও তিনি এক্ষণে ত্যাগ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা-শুশ্রূষা-কর্মেই যে সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন তাহাই নহে, এই সেবাদি কর্মের অবসরে তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে ধ্যান, ভজন, শাস্ত্র-চর্চা ও সংযমাদি শিক্ষাতেও কৃতবিদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করিয়া নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংসারত্যাগী ভক্তগণ এক মহৎ সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিতে যত্নবান্ ও কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে, কঠোর তপস্যা, ত্যাগ ও নিরন্তর ঈশ্বরভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ভক্ত সেবকবৃন্দ প্রথমে তাঁহারই পরিচর্যা বা সেবাব্রতের মধ্য দিয়া নিজেদের সংগঠিত করিয়া তুলিলেন এবং এই একত্রিত ভক্তমণ্ডলীই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বা মঠ নামে প্রচার লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত যন্ত্রণা-জর্জর শরীরেও তাঁহার ভক্তগণের নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনায় বা অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশাদি দানে কোনদিন বিরত হন নাই। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণের সুদুশ্চর কৃচ্ছ্রসাধনে সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁহাদের স্বহস্তে গৈরিক দান করিয়া সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র কথামৃত বা উপদেশ-বাণীর অন্যতম ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’ নরেন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তাঁহার বহুমুখী মানবিক কর্ম-সাধনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে গভীর একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসিগণের জীবন ও কার্যাবলী তাঁহার প্রেরণাস্বরূপ হইল। আধ্যাত্মিকতার উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি প্রায় সময়েই বিভিন্ন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে গূঢ় ধর্মকথা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিতেন এবং তাহা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকট অতীব হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইত। নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও বিভিন্ন মহাপুরুষের দিব্য জীবনাদর্শের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিতেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক অহিংসাব্রতী বুদ্ধদেবের করুণা-বিগলিত বিশাল হৃদয় নরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্যসাধন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত করুণার প্রস্রবণ ধারায় তিনি নিজ জীবনকে পরিস্নাত করেন এবং উত্তরজীবনে তাঁহার যে গভীর দরদী প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে বুদ্ধদেবের হৃদয়াদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হয় না। পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের করুণাঘন হৃদয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে স্বনামধন্য নাট্যকার ও স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—

'দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।'

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিলেন। মাত্র কয়েক বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ এক অনন্যসাধারণ মানুষে রূপান্তরিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে গেরুয়া বস্ত্র ও সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ-মন্ত্র লাভ করিলেও যথারীতি 'বিরজা হোম' করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও তাঁহার সম্পন্ন হয় নাই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর বিরজা হোমের হোমাগ্নিতে সংসারাশ্রমের সর্ববিধ সংস্কার, নাম ও উপাধি ত্যাগ করিয়া তিনি নূতন নামে পরিচিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে 'বিবিদিষানন্দ' এবং পরে কিছুদিন 'সচ্চিদানন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন এবং এই বিশিষ্ট নামেই তিনি জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর স্বামিজী স্বয়ং অগ্রণী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে একত্রিত করিয়া সংঘ গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসামান্য ত্যাগোজ্জ্বল জীবনের মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভাগীরথী তীরে বরাহনগরের এক জীর্ণ বাটিতে আসিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রকৃত সত্য লাভের পিপাসা লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ এক দুরূহ তপশ্চারণে নিয়োজিত হইলেন। বস্তুতঃ ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বরাহনগর মঠে যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, সেই অনলালোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ্তিময় পরবর্তী কালের শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ অত্যুজ্জল ও গৌরবদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বরাহনগর মঠে স্বামীজীর নেতৃত্বে নবীন সন্ন্যাসিবর্গ কেবলমাত্র সাধন, ভজন ও তপস্যাতেই কালক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা যেমন সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগাদি ষড়দর্শন কিংবা বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব-দর্শন, তন্ত্রপুরাণ প্রভৃতি পঠন-পাঠনে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সেবাধর্মের মহান্ ব্রত উদ্যাপনেও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। স্বামীজী ছিলেন এই সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যমণি ও এক বা অদ্বিতীয় প্রেরণাদাতা। অল্প বয়সেই স্বামীজী এরূপ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ কোন শাস্ত্রীয় বিষয়েই কোন প্রকার অজ্ঞানতারূপ অভাব কোন সময়েই বোধ করিতেন না। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালেই স্বামীজী তপস্যার জন্য কয়েকবার অন্তর্ধান করিলেও অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিতেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে গমন করেন এবং কাশীধামস্থ দ্বারকাদাসের আশ্রমে অবস্থানকালে কাশীবাসী বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া ছিলেন। এই পুণ্যতীর্থেই সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ মনস্বী লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সহিত বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে স্বামীজীর জীবনে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

'অদ্ভুত! এই বয়সে এতদূর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা! ইনি কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইবেন।'

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট পত্রলেখক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ সুপরিচিত হইয়াছেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ব্যাপকভাবে তাঁহার বিবিধ বিষয়ক পত্র রচনার সূত্রপাত হয়। স্বামীজীর পত্রগুলি একদিকে যেমন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার দিব্য দ্যুতিতে উজ্জ্বল, তেমনি দেশের বৃহত্তর কর্মযোগ সাধনায় বরেণ্য জীবনের আহুতি ও আহ্বানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর অবশেষে স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত প্রব্রজ্যায় বাহির হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ে তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সম্মুখে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও সংকল্প প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

'I shall never return until I have burst upon society like a bomb-shell and it will follow me like a dog.'

স্বামীজীর পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা, হস্তে কেবলমাত্র যষ্টি ও কমণ্ডলু। সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী গুরু-কৃপা ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভাগলপুর, বৈদ্যনাথধাম, অযোধ্যা, আগ্রা, বৃন্দাবন হইয়া তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে তীর্থভূমি হৃষীকেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রতিটি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সেই স্থানের অধিবাসীর নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল। নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত অন্তরে ঈশ্বরাধনার প্রবল তৃষ্ণা। কিন্তু শত শত বৎসরের পরাধীন দেশ ও দেশবাসীর দুঃখ, দৈন্য, সংকীর্ণতা ও দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অস্থির বিচলিত অন্তর লইয়াই স্বামীজী একস্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আলমোড়া, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গাড়োয়ালের টিহিরী প্রভৃতি স্থানসমূহ দর্শন ও পরিভ্রমণও শেষ হইল—ভ্রমণে তাঁহার কোনরূপ শ্রান্তি নাই। তপস্যার অনুকূল কেদার-বদরীর হিমতীর্থ সন্ন্যাসীকে আকর্ষণ করিল। স্বামীজী অনুকূল পরিবেশ পাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কিন্তু ধ্যানস্থ হইয়াও তিনি অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারেন না। বিষাদগ্রস্ত, যুগ যুগ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের ছবি তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। স্বামীজী তপস্যা ত্যাগ করিয়া ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সৌম্য-সুন্দর, বিজ্ঞ সন্ন্যাসী যে প্রদেশেই উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই তিনি অভাবিত শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে রাজা-মহারাজগণের রাজপ্রাসাদে যেমন অতিথি হইয়াছেন, তেমনি দরিদ্র্য, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হরিজনদেরও জীর্ণ কুটিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের লাঞ্ছিত, দুঃখগ্রস্ত জীবনের ব্যথা-বেদনা স্বয়ং হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী সর্বত্র ধর্মীয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপনিষদ্, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মশাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করিয়া তিনি ধর্মের যথার্থ স্বরূপ সাধারণ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। যীশু, বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসী দাস, কবীর, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাসাধকগণের জীবনের বিচিত্র ঘটনা শাস্ত্রীয় বচনের ভিত্তি-স্বরূপে উল্লেখ করিয়া স্বামীজী তাঁহার ধর্মোপদেশের সারবত্তা সকলকে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজীর বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধনা ও তেজস্বিতা দেখিয়া বহু ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামীজীর জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভক্ত লিখিয়াছেন—

'The vast range of his mental horizon perplexed and enraptured me......It was this which confounded me and made me his slave.'

স্বামীজী ছিলেন অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পারদর্শী। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনাতেও তাঁহার সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর অলৌকিক প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিজ্ঞতায় বিস্মিত হইয়া জনৈক মনস্বী ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

'It may be a talk on Spencer ; it may be some thought of Shakespeare or Kalidas ; it may be the Evolution theory of Darwin ; it may be the Jewish history ; it may be the growth of Aryan civilisation ; or it may be the Vedas, Islamism or Christianity ;—whatever the question, the Swami was ready with an appropriate answer...'

স্বামীজীর বেদান্ত-দর্শন, ধ্যান-ধারণা, যোগ-সমাধি, ইহলোক-বিমুখ সন্ন্যাসের আদর্শ ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টির দুঃখ-দুর্দশারূপ সমাধানের ব্রতাদর্শের নিকট ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। নির্বিকল্প সমাধি লাভের চিন্তা সেবা-ধর্মের মহাযজ্ঞে বিসর্জন দিয়া স্বামীজী এক অভিনব আদর্শের সম্মুখীন হইলেন।

ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতবর্ষের বহিরঙ্গ রূপই কেবল দর্শন করেন নাই, অন্তরাত্মার সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা বা পরিকল্পনা নির্ভুল ও নিখুঁত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এরূপ গভীর উপলব্ধি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ভারতের অপর কোন সন্ন্যাসী ত দূরের কথা, কোন গৃহী দেশ-প্রেমিকের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নাই। সত্যকার ভারতবর্ষের চিত্র স্বামীজীর কর্মে, ধর্মে ও ধ্যানের মহিমায় এবং তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ফরাসী দার্শনিক-মনীষী রম্যাঁ রলাঁকে যথার্থই লিখিয়াছিলেন—

'If you wish to know India, study Vivekananda for everything in him is positive.'

দিল্লী, মীরাট, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড়, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীজী ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণপ্রান্ত কন্যাকুমারীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বসিত উদ্বেল জলধির সম্মুখে ভারতভূমির সর্বশেষ শিলাখণ্ডের উপর যোগাসনে যোগীবর সন্ন্যাসী ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় কাতর সন্ন্যাসী অধিককাল নিবিষ্ট হইয়া ধ্যানাসনে সমাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে উৎপীড়িত দেশের নগ্ন রূপ তাঁহার ধ্যাননেত্রে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। ভারত পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীজী যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমান্বয়ে তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইল। তুরীয়লোকে প্রস্থানের অভিলাষ ত্যাগ করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, যে দেশে শিক্ষার অভাবে সমাজ ও ধর্মের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র প্রভুত্বে নিম্নজাতীয়গণ অর্থাৎ ব্রাত্য সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের উপর দোষারোপ করিয়া দ্রুত ধর্মান্তর বা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের মহিমা ভুলিয়া ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া প্রচলিত দেশাচারকেই দেশবাসী ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া ভ্রান্ত বিশ্বাসের মোহে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই দেশের মৃত্তিকায় উপবেশন করিয়া নির্বিকল্প সমাধি কামনা অসংগত ও অস্বাভাবিক। স্বামীজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবাল্য তপস্যা বা সাধনা আত্মমুক্তি লাভ ও পরমাত্মা-দর্শনের জন্য যে একান্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে তিনি সমগ্র দেশ ও জাতির মুক্তি-সিদ্ধির অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। দেশবাসীকে দারিদ্র, ক্লেশ ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার এক মহান্ ব্রতের সংকল্প লইয়া স্বামীজী কুমারিকা অন্তরীপে প্রতিষ্ঠিত মা কুমারীর মন্দির অঙ্গন পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কন্যাকুমারী হইতে স্বামীজী পণ্ডিচেরী ঘুরিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজেই তিনি সর্বাধিক সম্মান লাভ করেন এবং এই প্রদেশেই তিনি জনসমাজের নিকট হইতে সর্বপ্রথম বিশেষ সংবর্ধনা ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর আত্মপ্রত্যয়, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, অসামান্য তর্কনৈপুণ্য ও অপরূপ বাগ্মিতা-শক্তিতে মাদ্রাজবাসী যুবসম্প্রদায় সবিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যেই স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশে গমনের সংকল্প করিয়াছিলেন।

উত্তর ভারত পরিভ্রমণকালেই স্বামীজী ধন-গর্বিত সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকার চিকাগো শহরস্থিত বিশ্বধর্ম মহাসভার বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্ত মাদ্রাজী শিষ্যগণের গভীর আগ্রহ ও উদ্যম এবং স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংজীর অনুরোধে স্বামীজী চিকাগো নগরীতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইবার জন্য সম্মত হইলেন। কেবলমাত্র ধর্ম মহাসভায় যোগদানই স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য দেশে অভিযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্বয়ং বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন—

'For the sake of the Dharma, for the sake of India's poor, for the sake of the very life and soul of India, I would go to the west in order that means and ways might be found for the raising of the Indian *masses* and for the recognition amongst the nations of the value of the Indian experience.'

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমেরিকা যাত্রাপথে স্বামীজীর জাহাজ যে যে দেশের বন্দরে আসিয়া সাময়িক বিশ্রাম করিতে লাগিল, সেই অবসরে স্বামীজী সেই সেই দেশ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি কলম্বো, মালয়, পেনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বৃহৎ ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন। পর্বতমালা-বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুমাত্রা দ্বীপের সৌন্দর্য-লাবণ্যে স্বামীজীর কবিমন গভীরভাবে পরিতৃপ্ত হইল। সমুদ্রপথেই চীন ও জাপানের ন্যায় দুই ঐতিহ্যঋদ্ধ নগরী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল। চীনের অপূর্ব স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পে শিল্পরসিক স্বামীজী মুগ্ধ হইলেন। জাপান ভ্রমণ করিয়া তিনি চীন অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনে এই প্রথম স্বাধীন দেশে পদার্পণ করিয়া তিনি গর্বিত হইলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানজাত সভ্যতার সংস্পর্শে জাপানের নবজাগ্রত প্রগতিশীল রূপ দেখিয়া স্বামীজী যে গভীর আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্রবক্ষে অবস্থানকালীন অবসর মুহূর্তে লিখিত তাঁহার পত্রসমূহে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রগুলি তাঁহার এক স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় রচিত এবং সেইজন্য এক দুর্লভ সহজ সৌন্দর্যগুণে সাহিত্য-রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বামীজী আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। ভ্যাঙ্কুবর বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তিনি ট্রেণযোগে চিকাগো যাত্রা করিলেন। উত্তর আমেরিকার এই চিকাগো শহরেই বিশ্বধর্ম্ম মহাসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ তাঁহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মহতী ধর্মসভা পৃথিবীতে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

স্বল্প সম্বলসর্বস্ব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিদেশে সম্পূর্ণই পরিচয়বিহীন এবং এই বৃহৎ ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন পরিচয়-পত্র তাঁহার না থাকায় তিনি অপেক্ষাকৃত অসহায় বোধ করিলেন। সর্বোপরি ধর্ম মহাসম্মেলনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিনিধি হিসাবে নাম তালিকাভুক্ত করিবার সময়ও তখন অতিক্রান্ত হইয়াছিল। চিকাগোয় অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা না দেখিয়া হতাশ-বিক্ষুব্ধচিত্ত স্বামীজী বোস্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোস্টনে আসিবার পথে ট্রেণে আকস্মিকভাবে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং এই আলাপসূত্রেই ম্যাসাচুসেটে তাঁহার গৃহে স্বামীজী আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ম্যাসাচুসেটে অবস্থানকালেই স্বামীজীর সহিত সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ সাহিত্যের অধ্যাপক স্বনামধন্য ডক্টর হেনরী রাইটের পরিচয় হইল। বিবিধ শাস্ত্রীয় ও গূঢ় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় স্বামীজীর জ্ঞানানুশীলনের গভীরতা ও বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক রাইট বিস্মিত হইলেন এবং হিন্দুধর্মের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে স্বামীজীকে ধর্ম মহাসভায় প্রবেশাধিকারের সকল ব্যবস্থাই তিনি স্বতোপ্রণোদিত হইয়া করিয়া দিলেন। ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচক-সভার সভাপতির নিকট অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর পরিচয় প্রসঙ্গে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীকে প্রদত্ত অধ্যাপক রাইটের পত্রের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'Here is a man (Swami Vivekananda) who is more learned than all our learned professors put together......'

স্বামীজী অধ্যাপক রাইটের পরিচয়-পত্র লইয়া পুনর্বার চিকাগো আসিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি এই পরিচয়-পত্রটি আকস্মিকভাবে হারাইয়া ফেলিলেন। এক ভীষণ দুর্বিপাক উপস্থিত হইল। রাত্রে কোন হোটেলেও তাঁহার স্থান হইল না। স্বামীজীকে নিগ্রোজ্ঞানে হোটেল কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাত্রের দুঃসহ শীত ও তুষারপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিবেকানন্দকে শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে ইয়ার্ডের প্যাকিং বক্সের ভিতর আশ্রয় লইতে হইল। শীতে ও অনাহারে কাতর হইয়া অবসন্নচিত্তে তিনি চিকাগোর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শহরের পথে এক সুবেশা উদারহৃদয়া মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এই মহিয়সী নারী অর্থাৎ মিসেস্ জর্জ ডবল্যু হেলের আনুকূল্যে বিবেকানন্দ তাঁহার গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন এবং দয়ার্দ্র-হৃদয়া এই মহিলারই সহায়তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের সকল সমস্যার সহজেই সমাধান হইয়া গেল। মিসেস্ হেল ও তাঁহার স্বামী পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগী ও পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মজগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ধর্ম মহাসভার এই উদ্বোধন দিবসেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অগ্নিগর্ভ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার গৈরিক বস্ত্রশোভিত বীর বপু, মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, বিশাল বক্ষে সন্নদ্ধ বাহুযুগ, বিস্ফারিত নয়ন ও দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠে মৃদু হাসি লইয়া স্বামীজী যখন ধর্ম মহাসভায় সমবেত শ্রোতা-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমেরিকাবাসী আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' (My Sisters and Brothers of America), তখন মুহূর্ত মধ্যেই এই অভিনব সম্বোধনে সভাগৃহে এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। এই জাতীয় স্নেহবিগলিত স্বরে এমন নিবিড় আত্মীয়সুলভ আহ্বান ইতোপূর্বে কোনদিন কেহ করেন নাই। প্রতিটি নরনারীর অন্তর্লোক উচ্ছ্বসিত ভাবের বন্যায় প্লাবিত হইল। জনৈকা প্রত্যক্ষ-দর্শিনী বিদুষী মহিলা লিখিয়াছেন—

'I was at the Parliament of Religions in Chicago in 1893 ......when that youngman (Swami Vivekananda) got up and said *my Sisters and Brothers of America* seven thousand people rose to their feet as a tribute......'

চিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিজ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইলেন। অথচ তাঁহার ব্যাখ্যা মধ্যে পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। আপন ধর্মমতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

'I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all Religions as true.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজী মোট ছয়দিন বক্তৃতা করেন এবং সম্মেলনের শেষ দিনেই তাঁহার বক্তৃতা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যার মধ্যে বিশ্বজনীন সহৃদয়তার এক গভীর স্পর্শ ছিল। পরম সত্য লাভের জন্য তিনি সকল ধর্মমতেরই পরিপুষ্টি ও সমুন্নতি প্রার্থনা করিয়াছেন। স্বামীজীর মতে, সমগ্র মানবজাতিরই যিনি নিয়ন্তা অর্থাৎ ভাগ্যবিধাতা ভগবান, তিনি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই অবস্থান করেন, পরমেশ্বর কখনই কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের একান্ত ভাবে নিজস্ব থাকেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন—

'The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to the law of growth......'

ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর এমন অন্তর্ভেদী ধর্মীয় আলোচনা এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের অন্তরের এবংবিধ অন্তরঙ্গ কথা ইতোপূর্বে কোন ধর্মীয় প্রতিনিধির দ্বারা বিবৃত হয় নাই। স্বামীজী তাঁহার অভিনব ধর্ম-ব্যাখ্যাগুণে ধর্ম মহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তার সম্মান লাভ করিলেন। সমসাময়িক একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র New York Herald লিখিলেন—

'He (Vivekananda) is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions.'

স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য বক্তৃতা-কৌশলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার জনৈক সভাপতি লিখিয়াছেন—

'No religious body made so profound an impression upon the parliament and the American people at large, as did Hinduism...And by far the most important and typical representative of Hinduism was Swami Vivekananda, who, in fact, was beyond question the most popular and influential man in the Parliament.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরিচিত এক অখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কয়েক দিনের মধ্যেই জগদ্বিখ্যাত বরেণ্য পুরুষের মর্যাদা লাভ করিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রশস্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিদেশে সনাতন হিন্দুধর্মের অভাবনীয় সাফল্য ও বিজয়-বার্তা ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌছাইল। সমগ্র ভারতবাসী আনন্দে ও গর্বে উদ্বেল হইয়া বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মান, স্তুতি ও অভিনন্দন লাভ করিয়াও স্বামীজী মনেপ্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কোটি কোটি নিরন্ন, দারিদ্র-পীড়িত স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা দিবারাত্র তাঁহার মর্মদেহ দংশন করিতে লাগিল। সম্মান, প্রতিপত্তি ও বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশংসা পাইয়াও বিবেকানন্দ মুহূর্তের জন্যও পবিত্র মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হন নাই। এই সময়ে তিনি স্বদেশের জনৈক শিষ্যকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

'আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।'

স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মিতা-শক্তি, অকাট্য যুক্তিবোধ এবং হিন্দুর ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক চেতনার অভিনব ব্যাখ্যায় আমেরিকাবাসিগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন পড়িয়া গেল। ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই জাতীয় অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দের নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন 'Cyclonic Hindoo' অর্থাৎ প্রলয়ংকর হিন্দু। প্রকৃতই স্বামীজী প্রলয়ংকর ঝড়ের মতই চিকাগো হইতে সেণ্ট্ লুই, ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহরগুলিতে পর্যটন করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু বক্তৃতা করিলেন। স্বামীজীর প্রবল উৎসাহ, অদম্য কর্মক্ষমতা এবং উন্মাদক, উত্তেজনাকারী উপদেশ বা বক্তৃতাদিতে সমগ্র দেশের মনপ্রাণ অতি দ্রুত স্পন্দিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। এইভাবে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতাগুণে আমেরিকাবাসীর অতি প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। বিদেশী শিষ্যগণের আগ্রহে ও উৎসাহে স্বামীজী এই সময়ে নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি' নামে একটি সমিতিও গঠন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুল কর্ম ও নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকিলেও বিবেকানন্দ কোন সময়ের জন্যই স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভারতের দুঃখ কষ্ট নিবারণের পন্থা অনুসন্ধানে এবং ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চিন্তাতেও তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কারণ ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী এই সময়ের একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

'We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuallty and *raise the masses.*'

বেদান্তানুরাগিণী মিস্ হেনরিয়েটা মুলার কর্তৃক আহূত হইয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডেও তাহার বাগ্মিতাগুণ ও পাণ্ডিত্য অচিরেই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হইয়া ইংলণ্ডবাসীর অনেকেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত হইয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সমাজ-জীবনের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া স্বামীজী ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সুধীসমাজের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালীন স্বামীজী এক বক্তৃতা-সভায় মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল নামে এক অসাধারণ বিদুষী মহিলার সহিত পরিচিত হইলেন। স্বামীজীর অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি, বাক্য ও কার্যের সৌসাদৃশ্য বা সংগতি এবং সর্বোপরি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক, নিঃস্বার্থপর চরিত্র-মাধুর্য এই বিদুষী আইরিশ মহিলাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরবর্তী কালে মিস্ মার্গারেট স্বামীজীর অন্যতমা প্রধানা শিষ্যার মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে 'ভগিনী নিবেদিতা' হিসাবেই তিনি সুপরিচিতা হইয়াছেন। স্বামীজীর আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে নিবেদিতার যে অক্লান্ত প্রয়াস, তাহা অসামান্য ও অবিস্মরণীয়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'তপোবল' নামক নাটকটি ভগিনী নিবেদিতাকে উৎসর্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'নরেন, কি রত্নই না ইউরোপ থেকে নিয়ে এসেছে।'

বিদেশে অবস্থান করিলেও স্বামীজী সর্বদাই স্বদেশে তাঁহার সার্বভৌম ধর্মীয় মতবাদ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মচিন্তার প্রসার বা প্রচারেরও চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। তাঁহারই উৎসাহে ও নির্দেশে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর 'ব্রহ্মবাদিন্' নামক প্রচার-পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে মাদ্রাজ হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর কয়েকটি রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কয়েক মাস লণ্ডনে থাকিয়া স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামীজীর অপূর্ব ধর্ম-ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে বিবেকানন্দ যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাই ক্রমান্বয়ে 'রাজযোগ' ও 'কর্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'রাজযোগ' পুস্তকখানির পরিশিষ্টে স্বামীজী পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র এক বিস্তৃত ও যুক্তিগর্ভ ভাষ্য সংযোজনা করিয়া দেন। গভীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় গ্রন্থটি যে মূল্যবান্ হইয়াছিল, তাহা আমেরিকার তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জেম্সের সপ্রশংস অভিমত হইতেই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সোভিয়েট রাশিয়ার স্বনামখ্যাত মনীষী-ঔপন্যাসিক অশীতিপর বৃদ্ধ ঋষি টলষ্টয়ও বত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীর 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর কেবলমাত্র বক্তৃতামূলক রচনাই প্রকাশিত হয় নাই—তাঁহার মৌলিক সৃষ্টিধর্মী দুইটি উল্লেখযোগ্য ইংরেজী কবিতা 'The Song of the Sannyasin' ও 'My Play is done' এই বৎসরেই রচিত হয়। অতি কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও স্বামীজীর কবিমন যে সম্পূর্ণ স্তিমিত হইয়া যায় নাই, তাঁহার এই মৌলিক কবিতা রচনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকায় বক্তৃতা, ভাষণ বা কথোপকথনের মধ্য দিয়া ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াই স্বামীজী ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্থায়ী সংঘ গঠনের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষাদানের সাহায্যে তাহা বিদেশী জনগণের জীবনে কার্যকরী করিয়া তুলিবার দুশ্চর প্রয়াসেও তিনি ব্রতী হন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ হইবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতে নির্দেশ দিয়া বিদেশ হইতে ক্রমাগত চিঠি লিখিতে থাকেন। জনৈক গুরুভাইকে এই সময়ের এক চিঠিতে স্বামীজী লিখিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তোমরা একত্রিত হয়ে organised হওতো বড়ই ভাল হয়। নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কাজ বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কাজ। আমি যেখানে যেখানে প্রভূর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পারো, তাহা হইলেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ তোমরা করবে।'

আমেরিকায় সংগঠন-কর্ম শেষ করিয়া স্বামীজী পুনরায় ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেদান্তের ত্যাগ, বিবেক ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করিয়া বিবেকানন্দ এই দেশেরও বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সংগঠন-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালীন স্বামীজী বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইলেন। ম্যাক্সমূলার ছিলেন তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে স্বামীজী এই জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনে অধ্যাপক মহোদয়ের গভীর পাণ্ডিত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র চরিত্র ও ধর্মচিন্তার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সম্পর্কে স্বামীজী পরে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুনে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা হইতে স্বামীজীর রচনার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'...What an extraordinary man is professor MaxMuller ! I paid a visit to him a few days ago. I should say, that I went to pay my respect to him, for who so ever loves Sri Ramkrishna, whatever be his or her sect, or creed, or nationality, my visit to that person I hold as a pilgrimage.

...And what love he bears towards India ! I wish I had a hundredth part of that love for my own motherland. Endued with an extraordinary, and, at the same time, an intensely active mind, he has lived and moved in the world of Indian

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

thought for fifty years or more, and watched the sharp interchange of light and shade in the interminable forest of sanskrit literature with deep interest and heart-felt love, till they have all sunk into his very soul and coloured his whole being. Max-Muller is a vedantist of vedantists...'

ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া স্বামীজী জুলাই মাসের শেষ ভাগে বিদেশী শিষ্য, ভক্ত ও বন্ধু সমভিব্যাহারে ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সংঘ সংগঠনে ও মিশনের কাজে প্রচার-পত্রিকার যে কতখানি উপযোগিতা, স্বামীজী তাহা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে তাঁহার অত্যুৎসাহ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশস্থ অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহার পরিকল্পনা কিরূপ তৎপরতার সহিত কর্মক্ষেত্রে রূপদান করিতে প্রয়াসী হইতেন, 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মাদ্রাজ হইতে অধ্যাপক আলাসিঙ্গার সম্পাদনায় এই ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বামীজী পত্রিকাটির নামকরণ করিয়া দিয়া পত্রিকা-পরিচালকবর্গের উৎসাহ অধিক বর্ধন করিয়াছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'ও স্বামীজীর বিবিধ রচনা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বামীজী ইউরোপের পথে প্রথম জেনেভা, পরে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স পরিভ্রমণ করিয়া জার্মানি যাত্রা করিলেন। প্রায় সকল স্থানেই সুধীসমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হইল। স্বামীজীর সহিত বেদান্ত আলোচনায় সর্বাধিক প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন জার্মানির বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পল ডয়সন্। স্বামীজীর মধুর ব্যবহারে ও ধর্মীয় আদর্শে অধ্যাপক ডয়সন্ এমনই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, লণ্ডন প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সর্বক্ষণ স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন। লণ্ডনে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া স্বামীজী স্বদেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে রোম্, ফ্লোরেন্স, নেপল্স, পম্পাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্থানও ভ্রমণ করিয়া লইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ব্যাপী স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে অর্থাৎ আমেরিকা, ইংলণ্ড ও মধ্য ইউরোপে বৈদান্তিক ধর্মের উদার সার্বভৌম তত্ত্ব প্রচার করিলেন। স্বামীজীর প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমা বা শ্রেষ্ঠত্ব বিদেশে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের দর্শন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিজ্ঞানসম্মত বেদান্তই যে আগামী কালের যুগধর্মের মহিমা অর্জন করিবে, তাহা স্বামীজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। সেইজন্য তাঁহার বাণী ও বক্তৃতায় বিদেশী চিন্তাশীল সমাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীজীর ভাষণ বা বক্তৃতায় কোনরূপ অসত্য বা শূন্যগর্ভ আস্ফালন ছিল না। এই প্রসঙ্গে ভারত-রত্ন শ্রীজওহরলাল নেহেরুর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

'There was fire in his (Vivekananda) heart—the fire of a great personality coming out in eloquent and ennobling language—it was no empty talk that he was indulging in. He was putting his heart and soul into the words he uttered. Therefore he became a great orator, not with the orator's flashes and flourishes, but with a deep conviction and earnestness of spirit.'

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিদেশে অবস্থানকালেই স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া কি কার্য্যসূচী গ্রহণ করিবেন, সেই সম্পর্কে কেবলমাত্র চিন্তা বা পরিকল্পনার খসড়াই প্রস্তুত করেন নাই, শত সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও গঠনমূলক কার্যারম্ভের প্রাথমিক আয়োজনও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদেশে অবস্থানকালীন স্বামীজীর অসংখ্য চিঠিতে তাঁহার কার্যসূচীর বিস্তৃত পরিচয় লাভ করা যায়। স্বামীজীর এই পত্রসমূহ কেবলমাত্র শুষ্ক কর্মসূচীর ব্যাখ্যাই নহে, মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে বিমুগ্ধ হৃদয়ের প্রেমরস-সিক্ত কথাতেও পূর্ণ হইয়া সাহিত্যের এক দুর্লভ মহিমাও অর্জন করিয়াছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন। এই পুণ্য দিনেই স্বামীজী বিদেশ ভ্রমণ ও বেদান্তের বিজয় অভিযান শেষ করিয়া সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ ভারতের চতুর্দিকে প্রচারিত হইল এবং সমগ্র ভারতবাসী কীর্তিমান্ বীর সন্ন্যাসীকে যথাযথ সম্মান দানের জন্য মনেপ্রাণে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মাদ্রাজ, রামনাদ ও মহীশূরে স্বামীজী বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইলেন। তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতার নাগরিক সমাজও বিবেকানন্দকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য মহাকবি-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এক অননুভূত আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'ভুবন ভ্রমণ কর যোগীবর, যাঁর ধ্যানে—
তাঁহারি সন্তানগণে চেয়ে আছে পথ পানে।
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানবচিত প্রভুর গৌরব গানে,—
নানাদেশে, নানা ভাষে—জয়ধ্বনি একতালে।
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব পুলক আলোক দানে।
জনমন পুলকিত ঘোর নিশা অবসানে।'

স্বীয় জন্মভূমিতে সহস্র সহস্র অনুরাগী স্বদেশবাসী কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া স্বামীজী গভীর আবেগে ও উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে তাঁহার যে আবেদন জনসমক্ষে নিবেদন করিলেন, তাহা যেমন চিত্তগ্রাহী তেমনি উত্তেজক। বিশেষভাবে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

' "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—"Arise, Awake, and stop not till the desired end is reached." Young men of Calcutta, arise, awake, for the time is propitious. Already everything is opening out before us. Be bold and fear not. It is only in our scriptures that this adjective is given unto the Lord—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri ... Ashram
BANARAS
No. ....

Abhih, Abhih. We have to become Abhih, fearless, and our task will be done. Arise, Awake, for your country needs this tremendous sacrifice. It is the youngmen that will do it.'

বাঙ্গালী যুবকগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজীর এই আহ্বান শুনিয়া গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহারা ত ইতোপূর্বে এই জাতীয় আহ্বান বা অভিনব নির্দেশ কখনও লাভ করেন নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিদেশ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী যে সকল বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে নূতন ভারতের উদ্বোধন-মন্ত্রই কেবলমাত্র উচ্চারিত হইল। ভারতের মরা গাঙে আবার নূতন করিয়া জোয়ার আসিল।

স্বামীজী যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার ঐশ্বর্য দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া পরিব্রাজক জীবনে তাঁহার মধ্যে দিব্য জাতীয়তার অনুভূতি বা চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে কঠিন তপস্যার প্রভাবে স্বামীজী চিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতীয় বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের জয়কেতন উড্ডীন করিলেন—সেই শিক্ষা, প্রেরণা, তপস্যা বা সাধনা দ্বারা জাতীয় জীবন সংগঠনকল্পেই স্বামীজী এক শক্তিশালী ধর্মসংঘ গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহার আদর্শ ও নির্দেশ যথাযথ পালন করিতে গিয়া প্রচলিত সন্ন্যাস জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শেরও পরিবর্তন করেন। এতাবৎকাল যে তপস্যা, যে সাধনা আত্মমুক্তি লাভের এবং পরমাত্মা-দর্শন ও তাঁহার মহিমা উপলব্ধির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি পরিবর্তন করিয়া দেশ ও জাতির মুক্তি-সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিলেন, যে শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা নিছক ব্যক্তিজীবনের মধ্যেই সীমায়িত ছিল, তাহা সর্বমানবের কল্যাণ বা সেবাব্রতে নিয়োজিত হইল, সংঘ বা মঠই হইল এবংবিধ আদর্শের উৎসস্থল। স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছেন—

'The Mission of his life was to create a new order of Sannyasins in India, who would fling away their own *Mukti*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and would go to hell, if indeed in order to be of help and service to others.'

'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী উত্তর ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন সেবাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সাহায্য করিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের যুবকগণকে প্রধানতঃ স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন হইতে ও তাঁহাদের জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগঠনমূলক কর্মের ইন্ধন যোগাইয়া স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই জানুয়ারী মাসেই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ মার্গারেট স্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতার পূর্বে কোন পাশ্চাত্ত্য রমণী ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভারতের কল্যাণ-কর্মে তাঁহার ন্যায় আত্মদান অর্থাৎ সর্বস্ব সমর্পণ করেন নাই।

আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অর্থে এবং বিদেশী ধনী শিষ্য ও ভক্তগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেই বেলুড়ে মঠ নির্মাণের জন্য জমি কিনিলেন। বেলুড়ের জমি-ক্রয়ের সমুদয় ব্যাপার শেষ করিয়া তিনি অসুস্থতাবশতঃ সাময়িক বিশ্রামের জন্য ৩০শে মার্চ দার্জিলিং-এ যাত্রা করিলেন। দার্জিলিং-এ আসিয়াও তাঁহার অধিকদিন বিশ্রাম লওয়া সম্ভব হইল না। কারণ, মে মাসেই কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। এই সংবাদ পাইয়াই স্বামীজী দার্জিলিং ত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ সহ মৃত্যুমারীর মধ্যে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেবাকার্যে অর্থের প্রয়োজন হইলে নির্দ্বিধায় তিনি বলিয়াছিলেন—

'কেন ? যদি দরকার হয়, আমাদের এই নতুন কেনা মঠের জমিটাই বিক্রি করে দেব।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবপ্রেমী স্বামীজী 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মন্ত্রেরই নিষ্ঠাবান্ ধারক ও বাহক ছিলেন। সমগ্র জীবন তাঁহার মানব-সেবাব্রতেই উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীজীর বিদেশী শিষ্য ও একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্যতম ছিলেন মিঃ গুড্উইন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাতনামা সুদক্ষ সংকেত-লিখনবিদ্। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলেই স্বামীজীর মূল্যবান্ বক্তৃতারাজি সর্বসাধারণ্যে প্রচার লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। এই বিখ্যাত সংকেত-লিখনবিদ্ গুড্উইন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ইহলোক ত্যাগ করেন। গুড্উইনের মৃত্যু-সংবাদে স্বামীজীর ন্যায় নিরাসক্ত সন্ন্যাসীও অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। অন্তরের অন্তস্তলে গুড্উইনের জন্য তাঁহার যে প্রগাঢ় প্রীতি ও স্নেহ রক্ষিত ছিল, স্বামীজী রচিত একটি কবিতা হইতে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। গুড্উইনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই স্বামীজী 'Requiescat in peace' নামক কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of love transcendent find ;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind !'

কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ হ্রাস পাইলে স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য বিদুষী শিষ্যা মিসেস্ ওলেবুল, মিস্ ম্যাকলিয়ড্ ও ভগিনী নিবেদিতা এবং অপর কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যসহ কাশ্মীর ও সুপ্রসিদ্ধ হিমালয় তীর্থ অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন তিনি শ্রীনগর পৌঁছাইলেন। শ্রীনগরে অবস্থানকালেই স্বামীজী আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই-এর পবিত্র দিনটি স্মরণ করিয়া 'To the Fourth day of July' নামক একটি ইংরেজী কবিতা রচনা করেন। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির স্বাধীনতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের চিন্তাই তাঁহাকে এই জাতীয় কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'O Sun ! To-day thou sheddest liberty !

* * * * * *

The Light of Freedom on Mankind.

Move on, O Lord in thy resistless path !'

অতঃপর স্বামীজী দুর্গম ক্ষীরভবানীর গুহা-মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন এবং ক্ষীরভবানীর পবিত্র প্রস্রবণ তটে অনুকূল পরিবেশ দেখিয়া তিনি তথায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এক অভিনব অনুভূতি লইয়া স্বামীজী তাঁহার ধ্যানাসন ত্যাগ করিলেন এবং গভীর দিব্য ভাবের আবেশে এই সময়ে তিনি 'Kali the Mother' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন। স্বামীজীর এই জাতীয় আধ্যাত্মিক কবিতা উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহাকে অধ্যাত্মমূলক কাব্য রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।

১৮ই অক্টোবর স্বামীজী শিষ্য-শিষ্যা সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উপকূলস্থ বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের স্থায়ী কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হইল। স্বামীজীর বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ গ্রহণ করিল। বেলুড় মঠের কার্যধারা ও উপযোগিতা সম্পর্কে স্বামীজী যে মূল্যবান্ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সাধন, ভজন, জ্ঞান চর্চার এই মঠ প্রধান কেন্দ্র স্থান হ'বে; ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হ'বে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে, মানুষের জীবন-গতি ফিরিয়ে দেবে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals বেরোবে, এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগদিগন্তে প্রাণের সঞ্চার হ'বে, যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—'

সর্বধর্ম-সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ ও বাণী সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে প্রচারকল্পে স্বামীজী ইতোপূর্বে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশে তাঁহার ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। পত্রিকা দুইটি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইত। এক্ষণে তিনি বাংলাদেশ হইতে একখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সমুদয় ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রিকার 'উদ্বোধন' নামকরণ করিলেন স্বামীজী এবং পত্রিকার প্রচ্ছদপটে উল্লেখিত উপনিষদের ওজোপ্রদ বাণীটিও 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' বিবেকানন্দই নির্বাচন করিয়াছিলেন। 'উদ্বোধনে'র উদ্দেশ্য ও কর্মধারা বিবৃত করিয়া স্বামীজী যে 'প্রস্তাবনা' লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনে"র জীবনোদ্দেশ্য।'

'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর বাংলা ভাষায় যথার্থ সাহিত্য-সাধনারও সূত্রপাত হইল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে যৎসামান্য সাহিত্য-কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মূলতঃ 'উদ্বোধন' পত্রিকার অনিবার্য তাগিদেই সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বামীজীর প্রায় সমুদয় বাংলা রচনাই 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধনে'র প্রথম চারি বৎসর স্বামীজীই ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিয়মিত লেখক। তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'উদ্বোধন' অচিরেই বাংলাদেশে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

স্বামীজীর নির্দেশমত ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মানবসেবামূলক বহুমুখী কর্মধারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। ভারতে সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞের দৃঢ়ভিত্তিমূল বেদী নির্মাণ করিয়া স্বামীজী দ্বিতীয় বার ইউরোপের পথে যাত্রা করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তর-রাজ্যে এক বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং এক অজ্ঞাত, অব্যক্ত ভাবলোকের গভীর আকর্ষণ তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন। স্বামীজীর পরিবর্তিত মনোভাব তাঁহার শিষ্যা ও অন্যতমা ভ্রমণসঙ্গিনী ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টি বহির্ভূত হয় নাই। তিনি স্বামীজীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

'The outstanding impression made by the Swami's bearing during all these months of European and American life—was one of complete indifference to his surroundings.'

আমেরিকায় এই সময়ে স্বামীজী প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন এবং প্রথমবার বেদান্তধর্মের প্রচারে এই দেশে তিনি যে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন এবং ধর্মীয় কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয়বার আগমনে তাহাতে বিপুল পরিমাণে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহা অধিকতর সুদৃঢ় হইল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীজী ক্রমান্বয়ে হাঙেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, এথেন্স, মিশর প্রভৃতি দেশসমূহ পরিদর্শনান্তে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতায় বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজী তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই সময় হইতেই স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং মঠ ও মিশনের কার্য হইতে ধীরে ধীরে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। দেহগত ব্যাধির প্রকোপে স্বামীজী প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি কাশীধাম ও বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়া আসিলেন এবং ইহাই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ তীর্থ-পরিক্রমা। এই সময়ে দেহ ক্রমাগত অশক্ত এবং অপটু হইলেও স্বামীজী নিত্যদিনের ধ্যান বা তপস্যা হইতে কখনও বিরত হন নাই। দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—

'A great Tapasya and meditation has come upon me and I am making ready for death....'

স্বামীজী তাঁহার মৃত্যুদিন বহু পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার অর্থাৎ মৃত্যুর দিন অপরাহ্নে বেলুড় বাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরিয়া তিনি ধ্যানাসনে উপবেশন করিলেন এবং রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মৃত্যুকালে স্বামীজীর বয়স হইয়াছিল মাত্র উনচল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন। স্বামীজীর মহাসমাধিকালীন বিবরণ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

'On his return from this walk, the bell was ringing for evensong, and he went to his own room, and sat down, facing towards the Ganges, to meditate. It was the last time. The moment was come that had been foretold by his master from the beginning. Half an hour went by, and then, on the wings of that meditation, his spirit soared whence there could be no return, and the body was left, like a folded vesture, on the earth.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবেগ ও কবিত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং তাঁহার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'Above all, I am a poet.' নিজের সম্পর্কে স্বামীজীর এই উক্তি নিছক আত্ম-প্রশস্তি বা তরল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিবেদন নহে। কালিফোর্ণিয়ার এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রে তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছিল—

'The Swami Vivekananda is more than teacher, master, philosopher ; he is a poet from the land of poetry...'

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই ছিলেন উচ্চ কবি-স্বভাবের অধিকারী। তাঁহার গভীর আবেগ ও কবিত্বের পরিচয় যে কেবল তাঁহার কবিতাসমূহের ভিতর দিয়াই পূর্ণভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহাই নহে ; স্বামীজীর বাণী, বক্তৃতা ও সর্ববিধ গদ্যরচনার মধ্যেও তাহার অন্তরঙ্গ উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায়। যিনি শব্দের মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারেন, ছন্দের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের স্পন্দন আনয়ন করিতে সক্ষম হন এবং যাঁহার প্রতিটি বাক্য আশ্চর্য-সুন্দর ও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টিকারী, তিনি যে মনেপ্রাণে প্রকৃতই কবি, সে-সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশই নাই। স্বামীজী প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—

'His (Vivekananda) words are great music, phrases in the style of Bethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses'.

কাব্যের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর যে মন্তব্য, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের কবিতা পর্যালোচনা করিলেও তাহা যে কাব্যের স্বরূপ-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখিয়াছেন—

'Poetry is the imaginative expression of strong feeling,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

usually rhythmical..... the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquillity.'

স্বামীজীর গভীর ভাবাবেগ বা কল্পনা ও আধ্যাত্মিক উন্মাদনার পরিচয় তাঁহার জীবনের বিচিত্র পরিবেশ হইতে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাঁহার যে আবেগ কোনপ্রকার বিভ্রান্তি বা বিহ্বলতার প্রশ্রয় দেয় নাই, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রকাশনৈপুণ্য হইতে অনুভব করা সম্ভব হয়। মনের শান্ত, সমাহিত অবস্থাই যথার্থ কাব্যসৃষ্টির উপযোগী এবং একমাত্র তাহাই কবিকে প্রকাশ-সৌষম্যের অলৌকিক ক্ষমতা দান করে।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা নৈতিক সত্যও যে কবির হৃদয়াবেগে পরিণত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর কাব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে বর্তমান। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথেও এই জাতীয় উচ্চ নৈতিক বা অধ্যাত্ম ভাবাত্মক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবিতা যে কেবলমাত্র স্থূল জীবনানন্দ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-মহিমারই প্রকাশক তাহাই নহে, পারমার্থিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি এবং পরমাত্মার অনুশীলনে চিত্ত-প্রশান্তি বা আনন্দানুভূতির ধ্যানস্নিগ্ধ রূপের বিভা প্রকাশেও কবিতার ভূমিকা মূল্যবান্ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক কবিতা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'It (Poetry) is a slightly open door-way through which one may catch glimpses of a soul, an ideal, struggling to be free and through which one sees reflected, that part of god that lies within himself.'

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। সংসারত্যাগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক চেতনা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু লৌকিক জগত এবং মানবজীবনের মহিমা ও সৌন্দর্যের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। এক পারমার্থিক সত্যের ভিত্তিতে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির ঐকাত্ম্য পর্যালোচনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দের এক বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপলব্ধি এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারিক জগতে মানব-মহিমার নেপথ্যে ঈশ্বরপ্রেম তাঁহার স্বাভাবিক কবি-জনোচিত দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় এক আশ্চর্য কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। স্বামীজীর বিভিন্ন কবিতায় তাঁহার ভাবময় সত্যবস্তু সৌন্দর্যময় অপরূপতা লাভ করিয়া সত্যকার কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। জনৈক বিশিষ্ট রসবোদ্ধা মনীষী মন্তব্য করিয়াছেন—

'His (Vivekananda) was a Poet's soul, which perceived hints of beauty and divinity where the ordinary man perceives nothing, and revealed them to the world in language clothed with beauty as well as grace.'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের কবি। কবি বা সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার পূর্ববর্তী বিশিষ্ট সাহিত্যব্রতিগণের রচনা দ্বারা অল্পাধিক প্রভাবান্বিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকেন। স্বামীজী রবীন্দ্র পূর্ববর্তী লেখক হইয়া রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যিক ঐতিহ্যরসে নিজের কবিমানস নিষিক্ত করিয়া লইবার সুযোগ পান নাই। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বিবেকানন্দের পূর্বগামী কবিগণের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি-খ্যাতির মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের ভাষা ও ছন্দের প্রতি স্বামীজীর গভীর আকর্ষণ ছিল। পাশ্চাত্ত্য কবি মিলটন্‌ও ছিলেন স্বামীজীর প্রিয়—তাঁহার ভাষা ও ছন্দও বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বামীজীর সমকালীন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (জি. সি.), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবিগণেরও ভাষা, ছন্দ বা প্রকাশভঙ্গির প্রতি তাঁহার প্রীতিবোধ ছিল অসাধারণ। বিবেকানন্দ তাঁহার কাব্যভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই কবিগণকে অল্পাধিক অনুসরণ করিয়াছেন। বেদান্ত-কেশরী কবি বিবেকানন্দ ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে তাঁহার অব্যহিত পূর্ববর্তী বা সমকালীন কবিগণ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইলেও ভাবের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কাহাকেও অনুসরণ করেন নাই। ভাব-সম্পদে উপনিষদের ভারতীয় ঋষি-কবিগণই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। বেদান্তের মহিমান্বিত বাণী বা ভাবরসেই তাঁহার প্রায় সমুদয় কবিতার ভাব বা বিষয় লালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

স্বামীজীর মাইকেল ও গিরিশচন্দ্র-প্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে স্বামীজীর নিজস্ব উক্তির কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'ঐ একটা অদ্ভুত genius (মাইকেল) তোদের দেশে জন্মেছিল।...মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন তা সাধারণে কি বুঝবে? এই যে জি. সি. (গিরিশচন্দ্র) কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতি বুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise করছে—দোষ ধরছে। জি. সি. কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোকে ঐ সব বই appreciate করবে।'

মাইকেল মধুসূদনের অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সপ্তম সর্গটি ছিল স্বামীজীর অতি প্রিয় পাঠ্যবস্তু। তিনি অবসর মুহূর্তে এই সর্গটি বীরদর্প সহকারে পাঠ করিতেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও কাব্য-সৌন্দর্য হিসাবে স্বামীজী সপ্তম সর্গের অন্তর্গত যে অংশটি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই ভাষায় বিবৃত হইল—

'যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—।'

পাঠক সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে মূল কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে উল্লিখিত অংশটি উৎকলিত হইল—

'রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নাড় হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল! রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতিরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, যে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্য সুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ! যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!'

স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন কবিতায় গৈরিশ ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বনামধন্য নাট্যকার ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে যে অভিনব ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নামানুসারে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ছন্দের লক্ষণীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রতি চরণে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া পর্ব থাকে। বিষয় বা ভাবের বৈচিত্র্য বা গাম্ভীর্য অনুসারে ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ পর্বের ব্যবহার হয় এবং সাধারণতঃ পর্ব দুইটির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি চরণই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থবহ। গৈরিশ ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক 'জনা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মমতা এসো না বক্ষে মম
জল্ জল্ জল্ রে অনল
প্রতিহিংসানল জল্ হৃদে !
পুত্র-হন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময় ;
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে !'

স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক কবি-প্রতিভা অর্থাৎ 'মহিলা' কাব্যের খ্যাতনামা কবি হইলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কবি-শক্তির সহিত একপ্রকার দিব্যদৃষ্টির সহজ সমন্বয় তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে যে গীতিচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রতি বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগ ছিল। ইংরেজী কাব্যের stanza-র কাঠামো বা প্রকরণের ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনাথ ছন্দ-নির্মাণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যভাষা ও ছন্দের নিয়ম-সংযম স্বামী বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের 'সবিতা-সুদর্শন' কাব্যের ভাষা ও ছন্দের কোমলতা ও গাঢ়তা বিবেকানন্দের কাব্য-প্রেরণার সহায়ক হইয়াছিল। 'সবিতা-সুদর্শন' কাব্যগ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি স্তবক উদ্ধৃত হইল—

"জীবন কিরণাকর, ভুবন প্রকাশ !
তুমি আদি সৃষ্টি অনাদির ;
সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা-আভাষ,
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির।"

আর একটি স্তবক—

"দীধিতি-নিধান ! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !
পালক জীবন-উষ্ণতার ;
বিশ্ব-আত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত কবিগণের কাব্যভাষা ও ছন্দ বিবেকানন্দের তেজস্বী কবিমনকে যে ন্যূনাধিক প্রভাবান্বিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন কবিতা পর্যালোচনা করিয়া উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না।

কবি বিবেকানন্দ ছিলেন নানা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। মাতৃভাষা বাংলা সহ তিনি সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী, হিন্দী ও তামিল ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় অধিকার থাকায় স্বামীজী অনুবাদের সাহায্য ছাড়াও মূল ভাষায় লিখিত বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থাদির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার কাব্যচেতনা ও কবিমানসের পরিধি হইয়াছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। ইংরেজী, বাংলা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় লিখিত কবিতাসমূহের মধ্যে তাঁহার ইংরেজী কবিতার সংখ্যাই সর্বাধিক। স্বামীজীর বলিষ্ঠ দৃপ্তভঙ্গি এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল মহিমায় ইংরেজী :কবিতাগুলি সমৃদ্ধ এবং তাহা ইংরেজী কাব্যসাহিত্যেও এক নব দিগন্তের সূচনা করিয়াছে। হিন্দী ভাষায় লিখিত স্বামীজীর 'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁহার যে কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ গুরু বা ভগবানের উদ্দেশে স্তব-স্তুতিরই সগোত্র। 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রাণি', 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামঃ', 'শিবস্তোত্রম্' 'অম্বা-স্তোত্রম্' প্রভৃতি নামকরণ দ্বারাই তাহাদের স্বরূপ-প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকানন্দের অভিনব সত্যের আদর্শ ও সৌন্দর্যদৃষ্টি তাঁহার এই জাতীয় রচনাসমূহকেও যে প্রচলিত স্তব-স্তুতি বা স্তোত্র হইতে স্বতন্ত্র পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা রসিক ভক্তপ্রাণ পাঠকদিগের উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা ভাষায় লিখিত কবিতা ও সংগীতের পরিমাণও সংখ্যায় অল্প। তাঁহার অভিনব ভাবাদর্শ ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে কবিতাগুলি বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বল মণি-মঞ্জুষা রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। স্বামীজীর মৌলিক সংগীত ও কবিতা যথাক্রমে ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন', 'শিব-সঙ্গীত', 'সৃষ্টি', 'প্রলয় বা গভীর সমাধি', 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামা', 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' ও 'সাগর-বক্ষে'। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সংগীত ও কবিতাসমূহ পরবর্তী কালে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'বীরবাণী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

স্বামীজীর সংগীতগুলি সুর ও ভাবের রাগ-রাগিণীর সম্মিলনে সমুজ্জ্বল। সাধারণ তথাকথিত সংগীতের ন্যায় তাহা শূন্যগর্ভ কথা বা ভাবশূন্য সুরের মধ্যেই সীমিত থাকে নাই। সংগীতের স্থায়ী স্থির অধ্যাত্ম-ভাবের মহিমা স্বামীজীর সুন্দর শৃংখলময় বিন্যাসকৌশলে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীজী ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। বৈদান্তিক রাজা রামমোহনের ন্যায় তিনি কেবলমাত্র ব্রহ্মের নিরাকারত্ব ও নিরঞ্জনত্বেই সন্তোষ লাভ করেন নাই। উপনিষদের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দুইটি সমান্তরাল ধারায় তুল্যরূপে তিনি আপ্লুত হইয়াছিলেন। স্বামীজী রচিত সংগীতগুলির মধ্যে যেমন অরূপ সাধনার ইঙ্গিত আছে, তেমনি ধর্মসাধনার কোন কোন স্তরে স্বামীজী রূপের অভিব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপে স্বামীজী রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন' এবং 'শিব-সঙ্গীতে'র উল্লেখ করা যায়। তাঁহার 'শিব-সঙ্গীত'টি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

> 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
> বম্ বব বাজে গাল।
> ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
> গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগারে অনল ত্রিশূল রাজে,
> ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।'

আর একটি সংগীতে—

> 'হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
> যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
> উর্ধ্ব জ্বলত জটাজাল ; নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
> সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্যরত যোগেশ্বর মহাদেবের রূপ বর্ণনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনিবার্যভাবে স্মরণ হয়। কবিগুরু তাঁহার এক কবিতায় লিখিয়াছেন—

'তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া ;'

নাচের উপমায় উভয় কবিরই সৃষ্টিতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস আছে। বিশ্ব যে গতিময়, স্পন্দময় এবং সৃষ্টিময় পুরুষ এই নৃত্যের মাধ্যমে তাঁহার যে লীলা-বৈচিত্র্যশীল রূপের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, উল্লিখিত সংগীত ও কবিতায় তাহাই আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী রচিত 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' নামক সংগীত দুইটি অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত অরূপ ব্রহ্ম সাধনার পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী। যাঁহারা নির্গুণ বা নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপাসক, উপাসনার সময় এই জাতীয় বৈদান্তিক সংগীতগুলি তাঁহাদের আত্মাকে সম্যক্ তৃপ্তি দান করিতে সমর্থ হয়। বিবেকানন্দের 'সৃষ্টি' নামক সংগীতটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল —

'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায় ॥
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ ॥
যে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি, কে করে গণন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কোটি চন্দ্র—কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশ দিক জ্যোতিমগন॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ; যেই সূর্য, সেই কিরণ॥'

স্বামীজীর এই জাতীয় ব্রহ্ম-সংগীতের সহিত তাঁহার পূর্বগামী বৈদান্তিক মনীষী রাজা রামমোহন রচিত ব্রহ্ম-সংগীতের সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। রামমোহন লিখিয়াছেন—

'নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।

* * * *

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেণ নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দু পরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।
পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়।'

স্বামীজী তাঁহার 'সৃষ্টি' শীর্ষক সংগীতে জগৎ সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার গভীর ধ্যানলব্ধ দিব্যদৃষ্টির সহায়তায় তিনি অনাদি অনন্ত নাম-বর্ণহীন ব্রহ্ম হইতে জাগতিক বস্তুনিচয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গ অননুকরণীয় ভাব-গম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। গভীর তপস্যায় দ্রবীভূত অন্তরের সান্দ্র আনন্দকে, অনির্বচনীয় রসোল্লাসকে যিনি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যে মহান্ কবি, তাহাতে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নাই। জনৈক আধুনিক কবি-সমালোচক প্রকৃত কবির পরিচয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

'কবি হচ্ছেন বেদবিৎ, বিদ্বান, কোবিদ, বিপশ্চিৎ। কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। যিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন। অতিক্রম করেও দেখেন।'

সমালোচক কথিত সংজ্ঞানুসারে বিবেকানন্দ যথার্থ কবি-আসনে অধিষ্ঠিত হইবার অধিকারী। তিনি পরম সত্যকে, অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের মহিমাকে সহজ, সুন্দরভাবে রসপূর্ণ বাক্যের সহায়তায় অক্ষুণ্ণ একটি অর্থের দ্যোতনায় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে উল্লেখিত আছে—

'সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' অর্থাৎ সেই পরমাত্মা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, "আমি বহু হইব—উৎপন্ন হইব।" তিনি সৃষ্টি-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনা করিলেন। আলোচনা শেষে তিনি যাহা কিছু তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন। সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্ট সকল বস্তুতেই প্রবেশ করিলেন।

উপনিষদের এই সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবই স্বামীজী রচিত 'সৃষ্টি' সংগীতে অনুসৃত হইয়াছে। সাধক বা ঋষির ন্যায় তিনি অন্তর্গূঢ় অনুভূতির আনন্দে কেবলমাত্র বিভোর হইয়া থাকেন নাই, কবির ন্যায় এই নিগূঢ় অনুভূতিকে আস্বাদ্যমান রূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, যদিও স্বামীজীর এই জাতীয় সংগীতে তত্ত্ব-বস্তুর প্রাধান্য ঘটিয়াছে, তথাপি ইহার কাব্য-সৌন্দর্যও কোথাও ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজ জীবনে যে সকল তত্ত্ব বা সত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিচারশীল চিন্তা ও হৃদয়ের গভীরতম সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হইয়া অধিকতর শক্তিশালী ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। শৈশব হইতেই ধ্যানপ্রবণতা ছিল স্বামীজীর একটি বিশিষ্ট চারিত্রিক লক্ষণ। পরবর্তী জীবনে পরম ধ্যানীপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বামীজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানপ্রবণতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' নামক সংগীতটি তাঁহার ধ্যানকালীন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি সুন্দর রূপচিত্র। ধ্যানযোগে নিঃশেষ সমাধি বা যথার্থ নির্বিকল্প সমাধি প্রসঙ্গে 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন—

'কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারেই নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছিলুম আর কি! * * * ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মে'র ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাসমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়।'

সমাধিব্যুত্থিত স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' সংগীতে তাঁহার এই নিগূঢ় উপলব্ধির সার্থক-সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে। উক্ত সংগীতটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম,' বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী তাঁহার এই সংগীতে ধ্যানমগ্ন চিত্তের চারিটি অবস্থার পরিচয় অতি নৈপুণ্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্যানের প্রথম পর্যায়ে বিশ্বজগতের রূপ মনশ্চক্ষুতে ছায়ার ন্যায় প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উহাও লুপ্ত হইয়া মনোরাজ্যে কেবলমাত্র উহার সূক্ষ্ম অংশ বা অস্ফুট প্রকাশ ঘটে, কিন্তু তাহাও সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী হয়। ধ্যানের তৃতীয় পর্যায়ে এই অস্ফুট, অস্পষ্ট প্রকাশও অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং পরিবর্তে একটি 'অহং' ধারার স্থিতি অনুভব করা যায়। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে 'অহং' ধারারও অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং মনের সর্বপ্রকার কর্ম-ক্রিয়াদি অচল হইয়া পড়ে। সেই অবস্থার অনুভূতি বাক্য-মনের দ্বারা প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। স্বামীজী তাহা 'অবাঙ্‌মনোসোগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য-মনের অতীত তুরীয়-অবস্থা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ধ্যানযোগে অরূপানুভূতি, বাক্য-মনের অতীত তুরীয়-অবস্থায় ব্রহ্মোপলব্ধির বিষয় রূপায়ণে স্বামীজী কঠোপনিষদের ভাবধারার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভাবগত ক্ষেত্রেই নহে, ভাষা বা শব্দ-সম্পদেও উপনিষদের সহিত এক গভীর সাদৃশ্য স্বামীজীর রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। কঠোপনিষদের শ্লোকাংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।'

পরম প্রাণপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মচেতনা যাহা ব্যবহারিক জগতের মেধা ও ধী-শক্তির সাহায্যে লাভ করা সম্ভব নহে—যাহা কেবলমাত্র 'বোঝে—প্রাণ বোঝে যার' অর্থাৎ ধ্যানের চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে অতীন্দ্রিয় জগতের নিগূঢ় উপলব্ধির জন্য একমাত্র প্রতিবোধই বর্তমান থাকে। বেদে এই প্রতিবোধকে "পুরন্ধি' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অচিন্ত্য রহস্যোপলব্ধিতে ভাবস্থ হইয়া স্বামীজীর ন্যায় কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এক কবিতায় লিখিয়াছেন—

'প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে—
নাহি তার কোন ত্রাস।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' নামক সংগীতে তাঁহার বিশিষ্ট অপরোক্ষানুভূতির গভীর গহনলোকের অনন্ত অপূর্ব সুরটি প্রত্যক্ষ জগতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবলোকে আশ্চর্য-সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দোনৈপুণ্যে, ভাব-গাম্ভীর্যে ও প্রকাশ-সৌকর্যে মুগ্ধ হইয়া জনৈক সংগীত-রসিক ব্যক্তি স্বামীজীর এই সংগীত সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড়লোক—এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হ'য়ে থাকবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ শূন্যগর্ভ কল্পনাকে তাঁহার কাব্যে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই বা তিনি তথাকথিত নিছক 'প্রকৃতির রূপকার'ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন অখণ্ড জীবনের কবি। জীবনের অন্তর্রহস্যের চিত্র-উদ্ঘাটনে ছিলেন স্বামীজী সার্থকনামা শিল্পী। জগৎ ও জীবনকে তিনি সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া বহু অস্ফুট, অব্যক্ত ভাব ও চিন্তাকে তাঁহার কাব্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জনৈক সমালোচক স্বামীজীর কবিতার ভাব-বৈশিষ্ট্য এবং তৎকালীন প্রচলিত অন্যান্য কবিতা হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

'...These things were indeed the fruits of his (Vivekananda) realisation and not flights of imagination like those of a poet.'

স্বামীজীর 'সখার প্রতি' নামক কবিতাটি তাঁহার গভীর জীবনোপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্ট চিত্রাভিব্যক্তি। স্বামীজীর আত্মদর্শন বা জীবনের পথ-পরিক্রমান্তে তাঁহার এক নিগূঢ় সত্যানুভূতির প্রোজ্জ্বল রূপ এই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনের আবর্ত-সংকুল জটিলতা লক্ষ্য করিয়া কবির দুঃখ বা ব্যথা-বেদনা অর্থাৎ যে আর্তি বা কাতরতার সুর এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য কবি বা দার্শনিকের দুঃখবাদের সমগোত্রীয় নহে। বরং ভারতীয় জীবন-দৃষ্টিতে যে সান্ত্বনার অবকাশ রহিয়াছে, পরিশেষে তাহারই ভিত্তিতে কবিতাটির চূড়ান্ত ভাব-নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে। অতএব, ভারতীয় দার্শনিক ভাব-চিন্তার বৈশিষ্ট্য স্বামীজীর এই কবিতায় কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সখার প্রতি' কবিতায় জীবনের যে অন্তরঙ্গ অনুভূতি বা মর্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ জনের নিকটই ব্যক্ত করা সমীচীন বা স্বাভাবিক। সখা বা সহৃদয় বন্ধুকেই জীবনের জটিল পথ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা বা অন্তর্বেদনা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেই দিক হইতে কবিতাটির 'সখার প্রতি' নামকরণের সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার্য।

বস্তুজগতে সাধারণ মানুষের বাস্তব-জীবনের একটি অতি করুণ ছবি নিজ ব্যক্তিজীবনে অনুভূত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ রঙে রঞ্জিত করিয়া কবি বিবেকানন্দ সার্থকভাবে তাহা অঙ্কন করিয়াছেন। মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনার মূল যে কত গভীরে নিহিত, তাহা উপলব্ধি করিয়া কবি বেদনার্দ্র হইয়াছেন। অসত্যকে সত্য, দুঃখকে সুখ, অন্ধকারকে আলোক, রোগকে স্বাস্থ্য অর্থাৎ সমগ্রভাবে নরককে স্বর্গ কল্পনা করিয়া মানুষের যে ভ্রান্তি, তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া কবি তাঁহার প্রাণপ্রিয় সখার প্রতি মনের আর্তি বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—

'আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?'

কঠিন, রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া কবি বিবেকানন্দ সংসারের যে নগ্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোথাও তাহা অতিরঞ্জিত হয় নাই। কবি বিবেকানন্দের এই বাস্তব-দৃষ্টি অতি আধুনিক কালের বাস্তববাদী কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। সংসারের ক্লেদাক্ত ক্লিষ্ট রূপ বর্ণনায় তিনি কোন আবরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কুটিল ও স্বার্থপরতায় লৌহ-কঠিন হৃদয়সর্বস্ব মানুষেরই যে আবাসস্থল এই সংসার-রঙ্গভূমি এবং এখানে যে কোমল-হৃদয়, নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী মানুষের স্থান হওয়া সম্ভব নহে, তাহা তিনি নির্ভীক কণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।'

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি বিদ্রোহী মনোভাব বা বিপ্লবী চেতনা যদিও স্বামীজীর পূর্বগামী কবি মাইকেল মধুসূদন বা ইংরেজ কবি মিলটনের মনের ধারা ও লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি তাঁহাদের বিদ্রোহাত্মক মনের অনল-স্ফুলিংগে বিবেকানন্দের মানসলোক যে দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পূতিগন্ধে আকীর্ণ, পঙ্কিল পৃথিবীর তিক্ত অভিজ্ঞতা, মহাভ্রান্তিময় মরীচিকার পশ্চাতে আবর্তিত ক্ষত-বিক্ষত মানবজীবনের নির্মম পরিণতি কবি বিবেকানন্দের মনে বিপ্লবীর উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?'

স্বামীজীর আমূল পরিবর্তনকামী অনুভূতি বা নেতিবাচক উপলব্ধি সাময়িকভাবে তাঁহার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মানসধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথার্থই ভাবমূলক (Positive) ও গঠনধর্মী। ফলে, জীবন ও জগতের সারবস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার গভীর মর্মবেদনাকে প্রেমের অনাবিল আনন্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। জীবনপ্রিয় সখাকে সম্বোধন করিয়া কবি বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।'

প্রেমই মহাশক্তি এবং প্রেমের পথই মহাশক্তির পথ। এই মহাশক্তির দ্বারাই স্বার্থ-দ্বন্দ্বময় সংসারের আধিপত্য বা প্রাধান্য লুপ্ত করা সম্ভব হয়। কবি বিবেকানন্দের ভাষায়—

'হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।'

স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, সত্যশূন্যতাময় সাংসারিক জীবনের ঊর্ধ্বে যে জীবন, তাহাই স্বার্থহীন, উদার, সত্যনিষ্ঠ প্রেমসর্বস্ব জীবন। 'আমিত্বে'র ক্ষুদ্র সীমা-বহির্ভূত, স্বার্থমলিনতামুক্ত প্রেমের জীবনই প্রকৃত জীবন, সর্বোত্তম অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত মহাজীবন। এই মহাজীবনের অধিকারী হইয়াই প্রেমময় ঈশ্বরের সত্যকার উপাসনা ও সকল জীবে তাঁহার অনন্ত প্রেম-স্বরূপের মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লেখিত আছে—

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥'

অর্থাৎ অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সর্বজীবে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকল জীবেরই অন্তরাত্মা স্বরূপ, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বপ্রাণীর নিবাসস্থল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা, নিরূপাধিক ও নির্গুণ। এই মহাভাবেরই সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে স্বামীজীর কবিতায়—

'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য দর্শন-জাত হিউম্যানিজম অর্থাৎ মানবতাবাদ বাংলাদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। স্বামীজীর সুগভীর মানবতাবোধ যে যুগধর্মেরই প্রত্যক্ষ প্রেরণা-জাত, তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তথাপি ইহাও সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গভীর মানবপ্রেম বা মানবতাবোধ বেদান্তের ভাব-সত্যের জারকরসে জারিত করিয়া তাহার ভিত্তি অধিকতর শক্তিশালী ও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রেম-ধর্মের মহিমা সম্পর্কে স্বামীজী তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—

'It is the heart, the heart that conquers, not the brain. (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিত্থেসিত্থে, যোগধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূল সমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পূজো, নর-নারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো...।'

'সখার প্রতি' কবিতাটির মহান্ ভাব-গাম্ভীর্য বিলম্বিত পয়ার ছন্দ ও ওজোধর্মী ভাষার গুণে যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশের জন্য সুনির্বাচিত শব্দপ্রয়োগে স্বামীজীর মুনশীয়ানা বা কৃতিত্বে কবিতাটি সমধিক উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত। এই কবিতাটির শেষ চরণদ্বয় অর্থাৎ 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'—এতই জনপ্রিয় যে, ইহাই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অমর কাব্য-মন্ত্রের মহিমা অর্জন করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর সন্ন্যাসী, 'অভীঃ' মন্ত্রের নিষ্ঠাবান্ সাধক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনের এক অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক কবিতায়। স্বামীজী যে কয়েকটি স্বল্পসংখ্যক বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহাদের মধ্যে গুণগত বা রচনাগত উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শাক্ত কবিতা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবগত অখণ্ডতা বা পরিপূর্ণতা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী করে। ললিত-মধুর ও রূঢ়-কঠোর ভাবরাজির আশ্চর্য সহাবস্থান এবং তাহা পরিবেশনে অসাধারণ দক্ষতা অর্থাৎ বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রকাশ-রীতিতে যে স্বকীয়তার পরিচয় এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলা কবিতায় কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি ও বাস্তবদৃষ্টির এক আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বক্ষণই যে মহাশক্তির লীলাভিনয় সংঘটিত হয়, যে বহুল দ্বন্দ্ব ও অনন্ত বৈচিত্র্য নিত্য নব নব উপাধি বা নাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা এই সকল বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সমন্বয় বা ঐক্যভূমি এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্য সত্তারই রূপময় অভিব্যক্তি মাত্র। এই শক্তির নেপথ্যে অবস্থানের জন্যই বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র বিশ্ব এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য-বিভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া মানবের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করে। স্বামীজীর ভাষায়—

'ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরা বাসে॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥'

কিন্তু কেবলমাত্র এই সৌন্দর্যলীলার মধ্যেই সেই চৈতন্য সত্তা অর্থাৎ মহাশক্তি সীমায়িত থাকেন না, অর্থাৎ মহাশক্তির প্রকাশ একমাত্র সৌন্দর্যরূপেই নহে; মুহূর্ত মধ্যেই অন্য রূপে অর্থাৎ প্রলয়ের তুফানে সমগ্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য ধ্বংসের মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিয়া তিনি প্রকাশিত হন। সৌন্দর্য-প্রতিমা মুহূর্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবধানেই ধ্বংসের করালমূর্তিতে পর্যবসিত হয়। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর দিব্যানুভূতি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাণোজ্জল হইয়া ভাব-গম্ভীর ভাষায় ও ছন্দে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসের বীভৎস, প্রলয়ংকর মূর্তিতে মহাশক্তির বস্তুজগতে যে আবির্ভাব, স্বামীজী তাহারও নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন—

'মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী জালা।
ফেনময় গর্জি মহাকায়, ঊর্মি ধায় লঙ্ঘিতে পর্বত চূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥'

সৃষ্টি ও ধ্বংস, আবির্ভাব ও তিরোভাব, জন্ম ও মৃত্যু এই চক্রাবর্তনেই সৃষ্টির প্রাণপ্রবাহ প্রধাবিত হয়—বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ। এক অচিন্ত্য শক্তিরই অনন্তলীলার রঙ্গমঞ্চ স্বরূপ এই পৃথিবী। এই বিশ্বসংসারে এক অনাদি, অব্যক্ত চিৎশক্তিই কখনও ভীষণ, কুৎসিত ও দুঃখের নিবিড় অন্ধকার রূপে প্রকাশমান্, আবার কখনও বা মধুর, সুন্দর ও সুখের আনন্দোজ্জ্বল আলোক ধারায় স্নাত হইয়া আত্মপ্রকাশিত। এই মহাশক্তি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে মহাকালী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। স্বামীজী বরাভয়দাত্রী, মাধুর্যমণ্ডিতা, স্নেহময়ীরূপে মহাকালীর উপাসনা করেন নাই, তাঁহার নিকট ভয়ংকরী, রুধির-ধার-স্রুত বিপুল দশনা ব্যোমগ্রাসিনী মৃত্যুরূপা কালীই ছিল উপাস্য। দুঃখ, প্রলয় বা ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া, নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়া ঐশী শক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধিতেই বিবেকানন্দ জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করিয়াছেন। ব্রজকিশোর নটবরের ললিত-মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শচ্যুত ক্লৈব্যকে তিনি আশ্রয় করেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কত মত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥
বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর—নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর—বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী॥'

বাঙ্গালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ জাতি। তাহার অন্তঃকরণ নমনীয়, সংবেদনাতুর। স্বভাবগুণে অর্থাৎ কোমল চিত্তবৃত্তির অনিবার্য প্রভাবে বাঙ্গালীর সাহিত্যও হইয়াছে মুখ্যতঃ মাধুর্যমণ্ডিত। চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যে আবেগপ্রধান মধুর ভাবেরই অধিক প্রাধান্য। এমন কি, বাঙ্গালী শক্তি-সাধকগণের রচনা, যাহা শাক্ত-কবিতা নামে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হইয়াছে, তাহাও হইয়াছে লাবণ্যধর্মী, মধুর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। শক্তির উপাসনা করিতে গিয়াও শক্তি-সাধক বাঙ্গালী কবি অলক্ষিতে বৈষ্ণবপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছেন। বেণুকর শ্যামকে পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী শক্তি-সাধক অর্থাৎ শ্যামাভক্ত কবির মন কখনই অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই। শাক্ত কবি কালী ও কৃষ্ণকে একাকার করিয়া লিখিয়াছেন—

'গোপনে গোকুলে এসে শ্যাম সেজেছো শ্যামা!
অসি ছেড়ে, বাঁশী ধরে, গোপীর মন ভুলায়েছ শ্যামা!'

বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত শাক্ত কবিতায়ও শক্তিমন্ত্র যথার্থভাবে উদ্‌গীত হইতে পারে নাই। শাক্ত কবি শ্মশানের ন্যায় ভয়ংকর পরিবেশেও মাধুর্য-রস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রচলিত শাক্ত কবিতা হইতে স্বামীজীর শক্তি-মন্ত্রপূত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বাংলা শাক্ত কবিতার মণি-মালিকার মধ্যে কৌস্তভখণ্ড স্বরূপ। বিবেকানন্দ বাংলা কাব্যে প্রচলিত ললিত-মধুর তানের বিরতি সাধন করিয়া রুদ্র-বিষাণ ধ্বনির সুর সংযোজনা করিয়াছেন—

'ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্ ঝর্‌র্ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বর্ব-বম্, বব-বব-বম্ বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী বিবেকানন্দ 'কলাকৈবল্যবাদে'র (Art for Art's sake) সেবক ছিলেন না। তিনি আর্টের মধ্য দিয়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসকেই পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। স্বামীজীর মতে, আর্টের অজুহাতে সুন্দর-অসুন্দর বা কল্যাণ-অকল্যাণের বিচার না করিয়া সাহিত্য রচিত হইলে মানব সমাজ ও মানব-মন অসুন্দর ও অকল্যাণের কুৎসিত লীলাভূমিতে পরিণতি লাভ করিবে। স্বামীজীর বিভিন্ন কবিতা তথা সমগ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মহান্ সুন্দর আদর্শ ও জাতির কল্যাণ-মন্ত্রই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালী জাতিকে পৌরুষ-প্রদীপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ় জাতিরূপে গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শক্তি সাধনার মহান্ আদর্শ প্রচার করিয়া তিনি বল, বীর্য ও সাহসের উদ্দীপনা জাতির ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—

'Take courage and work on. Patience and steady work—this is the only way. Go on, remember patience and purity and courage and steady work…so long as you are pure, and true to your principles, you will never fail—mother will never leave you, and all blessings will be yours'.

মেরুদণ্ডহীন, বীর্যশূন্য বাঙ্গালী জাতিকে মহাকালীর আশীর্বাদ অর্থাৎ মাতৃকৃপা লাভের জন্য স্বামীজী আজীবন দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখ দৈন্য ও মৃত্যুর বীভৎস রূপকে গ্রহণ করিবার যে অদম্য সাহস ও উন্মাদনা, তাহার মধ্যেই রণরঙ্গিনী মায়ের সত্যকার প্রকাশ বা আবির্ভাব অনুভব করা যায়। স্বামীজীর প্রাণস্পর্শী আকুল অথচ উদাত্ত নির্ভীক আহ্বান তাঁহার কাব্যেও ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে—

'ভাঙ্গ বীণা—প্রেমসুধা পান, মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥
জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

স্বামীজীর গভীর ভাবাবেগ ভাষাগত সুষ্ঠু সংযমে যে সংহত শক্তি লাভ করিয়াছে, সেই শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহার 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত শব্দের স্বভাব-গম্ভীর ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি-নির্ঘোষে স্বামীজীর এই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বা বক্তব্য সমুন্নত মহিমার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। ইহার অপ্রতিহত ছন্দপ্রবাহে মাইকেল মধুসূদনের বীরভাবাশ্রিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের তূর্য-নিনাদও অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া কবিতাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি তাঁহার গীতি-কবিমানসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কবিতায় কবির গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির উচ্ছ্বাস ও বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র কীর্তিকলাপে অভিভূত কবির আবেগ সংগীতমুখর ছন্দে ও ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। বাংলা নাটকে গীতিধর্মী সংলাপ রচনার প্রেরণায় মহাকবি গিরিশচন্দ্র বাংলা ভাষায় যে নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই নূতন গৈরিশ ছন্দের অনুরাগী ভক্ত এবং ঐকান্তিক অনুরাগের বশেই তিনি তাঁহার 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় গৈরিশ ছন্দের অনুবর্তন করিয়াছেন। ভাব অনুযায়ী ছন্দ ও ভাষার সুপ্রযত ব্যবহারে সমগ্র কবিতার মধ্যে কবির প্রাণস্পন্দন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিয়া তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার এই ভাবাবেগ ক্রমান্বয়ে পরম সত্যের মহিমময় অনুভূতিতে লীন হইয়া অপরূপতা অর্জন করিয়াছে। স্বামীজীর এবংবিধ ভাবাবেগের ফলেই 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আনুপূর্বিক কাব্যরসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রক্ষিত হয় নাই। কবিতার শেষাংশে কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্ববস্তুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বিস্তৃতি ও গভীরতায় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ববস্তুর আবেদন অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কবি হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের সার্থকতা ইহা হইতেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

পরম সাধক মহাযোগী শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীর ছিলেন মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু। আপন জীবনে সর্বক্ষণই গুরু-কৃপা উপলব্ধি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আত্মবিহ্বল চিত্তে তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রার্থনা-গীতে বৈষ্ণব কবির গুরু-বন্দনামূলক পদাবলীর ভাব-সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভালমন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।'

স্বামী বিবেকানন্দের সাধক-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ধ্রুবতারা স্বরূপ। এই ধ্রুবতারার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় আভায় তাঁহার জীবন-পথ আলোকিত হইয়াছে। সাধক-জীবনের জটিল পথ-পরিক্রমায় কখনও কখনও স্বামীজী দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং গুরু-মন্ত্রের মহিমা ভুলিয়া গুরু-নির্দিষ্ট পথ হইতে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হইয়াছেন। পরে স্বচৈতন্যে জাগ্রত হইয়া নিজস্ব ত্রুটি বা দুর্বলতার জন্য অনুতাপ করিয়াছেন। স্বামীজীর এই অনুতাপদগ্ধ অব্যক্ত বেদনাই পরবর্তী কালে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ গাজীপুরের সিদ্ধযোগী পওহারী বাবার নিকট হইতে হঠযোগ-ক্রিয়া শিক্ষার জন্য এক সময়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং একদিন গভীর নিশীথে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প লইয়া তাঁহার গুহাভিমুখে যাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন—সহসা তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দিব্যালোকে সমুজ্জল কক্ষে আবির্ভূত দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং নিজস্ব মানসিক বিভ্রান্তিতে লজ্জিত হইলেন। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে স্বয়ং বলিয়াছেন—

'একদিন মনে হ'ল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এতকাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় ক'রে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন ক'রব।...যেদিন দীক্ষা নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন,—যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু ক'রব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধহয় ২।৩ ঘণ্টা গত হ'ল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন একরকম হয়ে গেল, কাজেই সেদিনের মতো দীক্ষা নেবার সংকল্প স্থগিত রাখতে হ'ল। দু-একদিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সংকল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল—ঠিক আগের দিনের মতো। এইভাবে উপর্যুপরি একুশদিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সংকল্প একেবারে ত্যাগ করলুম।'

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সাধারণতঃ পিতা পুত্রের সম্পর্কের মতই অন্তরঙ্গ ও মধুর। পুত্রের দোষ-ত্রুটি পিতা যেমন অবলীলাক্রমে ক্ষমা করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যের দুর্বলতাকে, প্রগল্‌ভতাকে অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেইরূপ স্বামীজীর জীবনের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির সহায়তায় নানাভাবে মার্জিত হইয়াছে। স্বামীজী আপন সাধক-জীবনের ত্রুটিপূর্ণ কর্ম-ক্রিয়ার স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কাব্যাকারে প্রকাশ করিয়াছেন—

'ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?'

গুরুর অপার মহিমায় আত্মবিমুগ্ধ কবি স্বামীজীর সীমাবদ্ধ গুরু-চেতনা ক্রমান্বয়ে সীমাতীত ঈশ্বর-চেতনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এক সর্বতোব্যাপিনী পরমাশক্তির চেতনাময়ী অনুভূতি তাঁহাকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে যে, সকল বন্ধন ও মায়ামোহ দূরীভূত হইয়া সাধক বিবেকানন্দের হৃদয়-তন্ত্রীতে এক পরম মহাসত্যের অনাহত ধ্বনি ঝংকৃত হইয়াছে—

'এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ-সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি—তব বাণী ঃ'

কবি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাবেশের অচিন্ত্য গভীরতার মধ্যে যে বাণী উদ্গীত হইয়াছে, তাহা বিশ্বস্রষ্টার মহাবাণী অর্থাৎ ভগবদ্‌বাণীরই প্রতিধ্বনি। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির শেষ কয়েকটি স্তবকে কবির ভাব এক নিগূঢ় পরমার্থ-রসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বক্ষ্যমাণ কবিতার শেষ স্তবকের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড় জীব আদি যত।
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

* * * * * *

মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ ;
মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু ;
তোলে মুখ শিশিরমার্জিত,
ফুল্ল ফুল রবি-পানে।'

'সাগর-বক্ষে' নামক কবিতায় সমুদ্রের পটভূমিতে নৈসর্গিক রূপচিত্রের মাধ্যমে কবি স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে কবির শিল্পদৃষ্টি অধিকতর উজ্জ্বল ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও অনাবশ্যক বিলাসে অন্তরে অন্তরে অতীব বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর পার্থিব সম্পদ-গর্বিত উদ্ধত দম্ভ তাঁহার চিত্তকে নিরতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষী বহির্মুখ জাতির উন্মত্ত কলকোলাহল কবি স্বামীজী ভূমধ্যসাগরের উন্মত্ত তাণ্ডব-লীলার উপমায় অতি নৈপুণ্যসহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। নির্লিপ্ত শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীর নিকট শান্তভাবাশ্রিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিই ছিল সমধিক আকর্ষণীয়। স্বামীজীর'সাগর-বক্ষে' কবিতাটি পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য এই উভয় দেশের সভ্যতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি তাঁহার মনোভাবের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগ্রাহী রেখাচিত্র। কবি বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—

'নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেতকৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,
প্রভঞ্জন করিছে গঠন—
ক্ষণে গড়ে, ভাঙ্গে আর ক্ষণে—
কতমত সত্য অসম্ভব—
জড়, জীব,বর্ণ, রূপ, ভাব।
ঐ আসে তুলারাশি সম;
পরক্ষণে হের মহানাগ,
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রণয়িযুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।
নীচে সিন্ধু গায় নানা তান;
মহীয়ান্ সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার;
রূপরাগ হ'য়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।'

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ভাষার তুলনায় ইংরেজী ভাষাতেই অধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার ইংরেজী কবিতা সাধক-কবির ধ্যান-ধারণা ও জীবনোপলব্ধি বা প্রকাশভঙ্গির অনন্যতায় ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার ভাব-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিয়া জনৈক রসবোদ্ধা সমালোচক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। সুরসিক সমালোচকের মূল্যবান্ মন্তব্যের অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'His (Vivekananda) poems are replete with an intimate communion with the very soul of nature, with the spirit that dwells in the rivers, forests, seas, mountains, suns and stars, commingling to produce the most exquisitely artistic and yet spiritual expression.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

মনন ও ব্যক্তিত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ যে সকল বিশিষ্ট মনীষীর গভীর মনন ও বিরাট ব্যক্তিত্বের উষ্ণ স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া মহিমোজ্জ্বল গরিমা অর্জন করিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজীর ন্যায় প্রবল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের পরিচয় প্রকাশকল্পে তাঁহারই ভাবধারায় যথার্থভাবে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশেরই আর এক স্বনামধন্য বীরপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে উক্তি, তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য। সুভাষচন্দ্র তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'Reckless in his (Vivekananda) sacrifice, unceasing in his activity, boundless in his love, profound and versatile in his wisdom, exuberant in his emotions, merciless in his attacks but yet simple as a child—he was a rare personality in this world of ours.'

ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, ক্ষাত্রশক্তিধর দিগ্বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অনন্য মনন-চিন্তা ও দীপ্র ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র তাঁহার বহুমুখী সংগঠন-কর্মে ও সেবাধর্মের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে নাই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বামীজীর মনন ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দের বাংলা গদ্য-রচনা আয়তনে অল্প হইলেও তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহার মনন-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের বীরত্বদৃপ্ত মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনা, মুখ্যতঃ তাঁহারই স্বপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পত্র 'উদ্বোধনে'র অনিবার্য তাগিদে লিখিত হয়। তিনি ছিলেন স্বল্পায়ু অর্থাৎ বিবেকানন্দের জীবনকাল ছিল মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্ররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'উদ্বোধন'কে কেন্দ্র করিয়াই স্বামীজী তাঁহার জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ তিনটি বৎসর প্রধানতঃ বাংলা রচনা-কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এই চারিটি গ্রন্থ লিখিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত এই মৌলিক গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রায় সমগ্র রচনাংশই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

'ভাববার কথা' পুস্তিকাটি মুখ্যতঃ স্বামীজীর কয়েকটি প্রবন্ধ ও সমালোচনার সংকলন। Thomas a Kempis-এর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ '*Imitation of Christ*'-এর কিয়দংশ স্বামীজী কর্তৃক অনূদিত 'ঈশা-অনুসরণ', 'শিবের ভূত' নামক একটি অসম্পূর্ণ গল্প এবং 'পারি প্রদর্শনী' শীর্ষক বক্তৃতা-বিবরণী ছাড়া এই পুস্তিকার অন্যান্য রচনা ভাব-সম্পদে, চিন্তার মৌলিকত্বে ও ভাষার মাধুর্যে দুর্লভ সাহিত্যগুণ অর্জন করিয়াছে।

স্বামীজীর 'ভাববার কথা' পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'। এই প্রবন্ধটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসবে স্বামীজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রবন্ধটি 'হিন্দুধর্ম কি ?' এই শিরোনামায় ১৩০৪ সালে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মাদর্শের তাৎপর্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে অতি নৈপুণ্য সহকারে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলার ধর্ম-জীবনে গভীর গ্লানি ও অপার অনাচার প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী মিশনারী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের দেশীয় ধর্মের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশে বাংলার আধ্যাত্মিক চেতনার সহজ পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছিল মিলন-মৈত্রী অর্থাৎ সমন্বয়ের বাণী। পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব এই কারণেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার মধ্যেই বাংলার তথা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার অনুভূতিলব্ধ সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক সাধনার আলোকে হিন্দুধর্মের স্বরূপ মহিমা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' প্রবন্ধটি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলার প্রণীত *'Ramkrishna : His Life and Sayings'* পুস্তকের সমালোচনা। ম্যাক্স্‌মূলার ছিলেন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ভারতীয় ধর্মচেতনার প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল অসাধারণ। 'অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া', তাহা ম্যাক্স্‌মূলার নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবন ও ধর্মাদর্শের মধ্যে বিশ্বমানবতার আবেদন লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার তাঁহার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থটি যে ধর্মজগতের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, স্বামীজী তাঁহার প্রবন্ধে তাহাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখিয়াছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তক মধ্যে অবস্থিত। এ জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা—'।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি রচনা করেন স্বামীজী। প্রবন্ধের নাম ছিল 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'। এই প্রবন্ধটিই পরবর্তী কালে 'বর্তমান সমস্যা' এই পরিবর্তিত নামে 'ভাববার কথা' পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উভয় জাতির পারস্পরিক ভাবের যথার্থ সমন্বয় এবং মানুষের সর্ববিধ ও সর্বাধিক কল্যাণ-চিন্তাই স্বামীজীর 'বর্তমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশ বিদেশের প্রধান মৌলিক সমস্যা স্বামীজীর গভীর উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সুষ্ঠু সমাধানের ইঙ্গিতও এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া যে ঘোর তামসিকতার ইন্দ্রজাল, পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিন্দিত মূর্খতার ব্যাপ্তি, বৈরাগ্যের আবরণে অকর্মণ্যতার প্রশ্রয় এবং তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্মের স্বীকৃতি দানের যে সমারোহ দেশের মধ্যে নির্বিচারে চলিয়াছে, তাহা কখনই প্রাচ্য দেশের কল্যাণকর অবস্থার পরিচয় নহে। সেই জন্য স্বামীজী অকুণ্ঠচিত্তে প্রাচ্য জীবনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের রজোগুণকে স্বাগত আহ্বান জানাইয়াছেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।'

পক্ষান্তরে, স্বামীজী ইহাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় ধ্যান-জ্ঞানপ্রসূত সত্ত্বগুণ পাশ্চাত্ত্য জীবনেও প্রতিবাহিত করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের এইরূপ পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ফলেই জগতে কল্যাণ ও সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। এক জটিল তর্কবহুল সমস্যার অবতারণা করিয়া সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের পরিসরে স্বামীজী যে তাহার অভ্রান্ত সমাধান-সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

'ভাববার কথা' পুস্তিকার অন্যতম প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা'। এই প্রবন্ধটি মূলতঃ স্বামীজীর একটি পত্রের অংশ বিশেষ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়কে যে দীর্ঘ পত্র লিখেন, তাহাতে যে অংশে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য স্বামীজীর এই মূল্যবান্ পত্রাংশটির নামকরণও হইয়াছে যথাযথ ও সার্থক।

স্বামী বিবেকানন্দ মুখ্যতঃ ধর্ম ও বহুবিধ কর্ম-চিন্তাতেই নিজেকে সর্বদাই ব্যাপৃত রাখিতেন, সাহিত্য-চিন্তার অবসর তাঁহার ছিল না। তথাপি বিচিত্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক এই রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টি অর্থাৎ ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন ভাষা। বাংলা ভাষা সংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা স্বামীজী মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন এবং ভাষা সম্পর্কিত তাঁহার স্বাধীন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা বাংলা ভাষার গঠন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

স্বামীজী সাহিত্যে চলিত ভাষা ও চলিত রীতিকেই সর্বদা সমর্থন করিয়াছেন। সাধু ভাষা তাঁহার নিকট ছিল অস্বাভাবিক—'অপ্রাকৃতিক' ও 'কল্পিত'। বাহিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য কর্মজীবনের সহজ প্রেরণার ফলে যে মৌখিক অর্থাৎ চলিত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যেমন সহজ, সরল তেমনি সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী। অপরপক্ষে, সাধু ভাষার রূপ কৃত্রিম। সাধু ভাষার বন্ধনে চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে আড়ষ্টতার সঞ্চার হয় এবং বাক্য-বিন্যাসরীতি বা শব্দ-সংকলন প্রক্রিয়ায় এক কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতে ভাব বা চিন্তা-প্রকাশ যথাযথ ও স্বচ্ছ হয় না। চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকেই সমর্থন করিয়া স্বামীজী তাঁহার প্রবন্ধে সাধু ভাষা ও রীতির তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে যে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, বিশেষতঃ কলিকাতা-কেন্দ্রিক ভাগীরথী তীরের অধিবাসিগণের নিত্য-ব্যবহার্য কথ্য ভাষায় যে অফুরান প্রাণশক্তি ও রস নিহিত আছে, তাহা স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। তিনি কলিকাতার মৌখিক ভাষাকেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ বাহন হিসাবে অনুমোদন করিয়াছেন। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'...বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কথা কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন ভাষা লিখতে হবে...।'

এই প্রবন্ধটির সর্বত্র একটি সহৃদয় ঘনিষ্ঠ আলাপের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা বিষয়ক নীরস আলোচনাও অন্তরঙ্গতা ও শ্লেষ-প্রয়োগের নৈপুণ্যে কিরূপ মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, স্বামীজীর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিই তাহার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটিতেও স্বামীজীর উচ্চ মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর সুচিহ্নিত। মানবের জ্ঞান অর্জনের যে তিনটি মত বা পন্থা প্রচলিত আছে, তিনি এই প্রবন্ধে তাহাদেরই তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রথম মত অর্থাৎ প্রাচীনপন্থিগণ যে মতের পরিপোষক, যে মতানুসারে তাঁহারা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র কয়েকজন অসাধারণ পুরুষই অলৌকিক উপায়ের সাহায্যে সমুদয় জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানের ধারাই শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। অতএব, এই সকল জ্ঞানের অধিকারী পুরুষ অর্থাৎ গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় মত পরিপুষ্ট করিয়াছেন বৈদান্তিকগণ। তাঁহাদের মতে, জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও সহজাত বস্তুবিশেষ, তাহা প্রতি মানুষের অন্তরেই বর্তমান, কেবলমাত্র অসদাচারণ ও নীতিবিরুদ্ধ ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ-ধর্ম ব্যাহত হয় এবং তাহার সহজ প্রকাশ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিবিধ সুকর্ম, ঈশ্বরে ভক্তি, অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়।

তৃতীয় মতের প্রচারক প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকপন্থিগণ। তাঁহারা জ্ঞান উপার্জনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব দান করিয়াছেন। তাঁহারা গুরু বা মহাপুরুষের প্রয়োজন ও প্রভাবকে অস্বীকার করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উল্লিখিত তিনটি মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, জ্ঞানমাত্রেই যদি বিশেষ বিশেষ অসাধারণ পুরুষগণেরই অধিকৃত হয় ও তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এই অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মানব সমাজে জ্ঞান সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকিবে না এবং সমাজে সর্ববিধ জ্ঞান লাভের পন্থাও রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। অপরদিকে, গুরু বা মহাপুরুষগণের সহায়তা ও প্রভাব ব্যতীত স্বেচ্ছায় পরিচালিত হইলে ও অগ্রগমনের প্রয়াস করিলে যদি জ্ঞান অর্জন মানবের পক্ষে সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে গুরুহীন অসভ্য বর্বর সমাজেই তাহার প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হইত।

স্বামীজী এই সকল তর্ক-সাপেক্ষ মতামত সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জ্ঞানার্জনের জন্য গুরু বা মহাপুরুষের সহায়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পুরুষকার অর্থাৎ সামাজিক ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যম ও সাধনা। ইহা সুনিশ্চিত যে, গুরু সহায়ক সমাজ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হয়। কিন্তু এ'কথাও অনস্বীকার্য যে, গুরুহীন সমাজেও পুরুষকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহায়তায় গুরুর সত্বর আবির্ভাব ও জ্ঞানের বিকাশও সম্ভবপর। স্বামীজীর ভাষায়—

'মহাপুরুষ, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্বজীবের মধ্যে উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।'

বীর সন্ন্যাসী স্বামীজীর ভাব-গম্ভীর ব্যক্তিত্ব প্রায় ক্ষেত্রেই পরিহাসরসিকতার বহিরাবরণে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মীয় গূঢ়তত্ত্ব অতি লঘু ও সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার এক অসমান্য ক্ষমতার তিনি অধিকারী ছিলেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বা শাস্ত্রীয় ধর্মভাবের সহিত প্রচলিত ধর্মাচারণ বা লোকাচারের অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যের প্রতি স্বামীজীর শ্লেষ-বিদ্রূপ ও চতুর হাস্যকৌতুকপ্রিয়তা তাঁহার বিভিন্ন রচনায় উপভোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিবেকানন্দের হাস্যরসোজ্জ্বল রচনার মধ্যেও যথেষ্ট মনন-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কৌতুকপূর্ণ তির্যক মন্তব্যসমূহের অন্তরালে যে বিশেষ ইঙ্গিত বা মর্মার্থ বর্তমান, তাহা ধীরচিত্তে পর্যালোচনা করিলেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। স্বামীজীর 'ভাববার কথা' শিরোনামায় যে কয়েকটি কৌতুককর ঘটনার রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন জ্ঞানী মূর্খ সকল শ্রেণীর ধর্মচিন্তার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি যথার্থ আধ্যাত্মিক চেতনার স্বরূপ-ধর্মকেও পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। 'কড়া মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে' গীতরত ভক্ত, প্রভুর শরণাগত ভোলাচাঁদ, 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী, বাক্‌সর্বস্ব রামচরণ, মহাপাপী 'ইয়েজিদ মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্‌গদ স্বরে' স্তুতিপরায়ণ তুই রাজপুত, দেবাদিদেব 'লোকাচারে'র পূজায় সমবেত জনতা ও ধর্মের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা-বিশারদ গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া স্বামীজী কৃত্রিম ধর্মাচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ব্যভিচার ও বিকৃতি দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর সরস ও শাণিত বিদ্রূপের নিদর্শন হিসাবে তাঁহার 'ভাববার কথা' রচনার গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের রূপচিত্রটি উদ্ধার করা যাইতে পারে। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হ'লে ঐ রকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক্, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বক শক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা ক'রে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না। ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যাল গুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' ব'লে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর। 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো' ইত্যাদি।'

হাস্যরসের মাধ্যমে কঠিন ধর্ম-সমস্যার চিত্র উদ্‌ঘাটনে স্বামীজীর যে পারঙ্গমতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা যে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাবান্ লেখকের সঙ্গে তুলনীয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে নব্য উপায়ে ধর্ম-দীক্ষার একটি কৌতুককর চিত্র স্বামীজীরই ভাব-সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এক কবিতায় সরস্ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'উন্নতি লক্ষণ' শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির,
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্ম্ শক্তি—
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খ ঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।'

স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি রচনা একই যুগে অর্থাৎ একই বৎসরে রচিত। যুগের চিন্তাধারা যে উভয় মনীষীরই চিত্তলোকে একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা রচনা দুইটির অন্তর্নিহিত ভাব-সাদৃশ্য হইতেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যুগের এমনই অনিবার্য প্রভাব যে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও ধর্মাবলম্বী মনীষিবৃন্দকেও একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী রম্যাঁ রলাঁর একটি মূল্যবান্ উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—

'Ideas are the natural outcome of an age so that the same ideas are born at the same time in different minds.'

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি স্বামীজীর গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও দার্শনিক চেতনার বেণীবন্ধনে এক অভিনব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে বিষয়গত গুরুত্ব অর্থাৎ বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রূপচিত্র অঙ্কন, অপরদিকে সেই রূপচিত্র পরিস্ফুটনে স্বামীজীর ধ্রুপদী রচনারীতি ও ভাষা উভয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ যে মহত্তর জীবনাদর্শ ও সেবাব্রত বাস্তব জীবনে এবং কর্মে অনুশীলন করিয়াছেন এবং যে অসামান্য দিব্যদ্যুতিতে তাঁহার মনন ও ব্যক্তিত্ব সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রতিভাস তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-কর্মেও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি স্বামীজীর এই অনন্যসাধারণ ও অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যে যে প্রোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

'বর্তমান ভারত' যখন স্বামীজী রচনা করেন, তখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন এবং পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার চিন্তাধারার অগ্রগমনের ফলে আলোচ্য প্রবন্ধের বহুলাংশে স্বামীজীর পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি বেদনাঘন দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করিয়া যে মহত্তর সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকায় তাহাই সুন্দর ও সংহত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণকে শোষণ ও শক্তিহীন করিয়া কোন শক্তিরই দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল প্রতাপান্বিত থাকা সম্ভব নহে, এমন একদিন আসিবে যখন তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইবে এবং আধিপত্য ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য। স্বামীজী তাঁহার 'বর্তমান ভারতে' এই বিশেষ বক্তব্যই যথাযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি-শৃঙ্খলা সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইয়াছেন যে, ইংরেজ-শাসনকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বারা ভারতবর্ষ পর্যায়ক্রমে শাসিত হইয়াছে। বিশ্ব ইতিহাস আলোচনার ফলশ্রুতিও একই সিদ্ধান্তমুখী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বেই উক্ত তিন বর্ণের পর্যায়ক্রমিক শাসন লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ চারিটি বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পর্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন ও ভোগ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া স্বামীজী এই অবশ্যম্ভাবী সত্য ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অর্থাৎ বৈদিক পুরোহিতের শক্তি, ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বৈদিক ঋষি বা পুরোহিতশক্তির ক্ষমতা-লোপের পর ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই ক্ষত্রিয় শাসন বৌদ্ধযুগ হইতে মুঘল যুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ক্ষত্রিয়শক্তির আবির্ভাব প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্তধৃত-দৃঢ়সংযত রশ্মি নহে; সে এবার আপনবলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী-পতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অপ্রতিহত শাসন আসমুদ্র ক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি।'

ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়শক্তির অবসানের পর বৈশ্যশক্তির আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজী ইংরেজ-শাসনকেই বৈশ্যশাসন নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈশ্যশাসনের গুণাগুণ স্বামীজীর রচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের যথার্থ স্বরূপ স্বল্পকথায় অথচ অসন্দিগ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

'ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারত জয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়্‌গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্য-বীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।'

বৈশ্যশাসনের বিলুপ্তি ঘটিবে শূদ্র জাগরণে এবং পরবর্তী কালে শূদ্রশাসনই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নহে, সমগ্র বিশ্বেই শূদ্রের প্রাধান্য ঘটিবে, ক্রান্তদর্শী স্বামীজী তাহা বিশ্বাস করিতেন। স্বামীজীর মতে, শূদ্রশাসনেই সাধারণ মানুষের যথার্থ আর্থিক উন্নতি হইবে, সমাজ-জীবনে সাম্যভাবের প্রসার ঘটিবে এবং সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি সম্ভবপর হইবে। পূর্ববর্তী তিন বর্ণের শাসনাপেক্ষা শূদ্রশাসনই স্বামীজীর নিকট শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামীজী শূদ্রশক্তিরও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাহারও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

'বর্তমান ভারত' পুস্তিকার শেষ অংশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর মনন-চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের পারস্পরিক সংঘর্ষের রূপই মুখ্যতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ ; একদিকে ইন্দ্রিয়-সুখসম্পদে নিস্পৃহ মনোভাব অর্থাৎ ত্যাগের মহান্ আদর্শ ও সমষ্টি-কল্যাণবোধ, অপরদিকে ইহলৌকিক ভোগসুখের আদর্শ ও ব্যক্তি-স্বাধীন চেতনার প্রসার—এবংবিধ দ্বন্দ্ব-জটিল অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া স্বামীজী এক সুষ্ঠু সমাধানের পন্থা নির্দেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ভারত-বাসীর আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অবলুপ্তিকে বিবেকানন্দ নির্ভীক কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ধিক্কার জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের সকল কিছুই অনুকরণীয় এবং ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য দেশের সকল বিষয়ই বর্জনীয়—এই দুই চরমপন্থার কোনটিই স্বামীজীর নিকট সমর্থন লাভ করে নাই। স্বামীজীর মতে, পাশ্চাত্ত্য দেশের যাহা কিছু ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে শুভ ও উন্নতির সহায়ক, তাহা অবশ্যই গ্রহণীয়, যাহা প্রগতি-বিরোধী তাহা বর্জনীয়। অপরপক্ষে, প্রাচ্য দেশের যে সকল বিষয় জাতি ও সমাজের কল্যাণের সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহা নিঃসন্দেহে সংরক্ষণীয় এবং যাহা দেশের উন্নতি বা অগ্রগতির বিরোধী, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বতোভাবে ত্যাজ্য ও উপেক্ষণীয়। কোন দেশ ও সমাজই সম্পূর্ণভাবে নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না। সকলেরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিকট হইতে অনুশীলন বা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। স্বামীজী এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে; যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি"। যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।'

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম ছিল সুগভীর। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর দেশপ্রেম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'He (Vivekananda) was born a lover, and the queen of his adoration was his motherland.'

'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ 'স্বদেশমন্ত্র' শিরোনামায় স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠের যে উদাত্ত ধ্বনি, তাহা তাঁহার অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি-সঞ্জাত। ভারতবর্ষের কল্যাণ-চিন্তায় তাঁহার সমগ্র জীবন-মন-প্রাণ নিয়োজিত হইয়াছিল; ফলে স্বদেশের কল্যাণ-মন্ত্রই তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া প্রতি ভারতবাসীর প্রাণে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বামীজীর বিশাল হৃদয়ের উত্তাল আবেগে তাঁহার ভাষাও এক অনিন্দ্যসুন্দর ধ্বনি-মহিমা অর্জন করিয়া সাবলীল গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের গাঢ়তম ভাবনিস্পন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকার শেষ অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, "হে গৌরীনাথ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর" ।'

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি স্বামীজীর ভ্রমণ-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্ট রূপচিত্র ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার এই ভ্রমণপথের দুইজন সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভ্রমণপথের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী তুরীয়ানন্দের তাগিদে তাঁহার রচনা-কর্ম অধিকতর ত্বরান্বিত হইয়াছিল। স্বামীজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পত্রাকারে লিখিত হয় এবং তাহা 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' এই শিরোনামায় ক্রমপ্রকাশ্য রচনা হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে পূর্বোক্ত নামটি পরিবর্তিত হইয়া 'পরিব্রাজক' রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, বিস্তৃত বক্ষ ও সমুন্নত উষ্ণীষধারী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত-সত্তার সর্বাঙ্গীণ অর্থাৎ অখণ্ড রূপ মহিমময় সন্ন্যাসের সত্য-দর্শনের আলোকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ নিছক পর্যটক ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থই পরিব্রাজক। অতএব, গ্রন্থের 'পরিব্রাজক' নামকরণ অসার্থক হয় নাই।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি পত্রাকারে রচিত হইলেও পত্র অপেক্ষা ডায়ারীর ধর্মই ইহাতে অধিক পরিলক্ষিত হয়। ডায়ারীতে সাধারণতঃ ব্যক্তিপুরুষের আত্মগত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিন্তা বা বিবিধ ঘটনার খণ্ডাংশই রূপায়িত হয়। এই জাতীয় রচনায় ধারাবাহিকতার অটুট শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ঘটনার আনুপূর্বিকতা ও সংহতি সাধারণতঃ ডায়ারীতে লক্ষ্য করা যায় না। কেন্দ্রীয় ঐক্য বা সংহতির অভাবে ঘটনাসমূহ মুখ্যতঃ খণ্ডকাহিনীমূলক বা 'এপিসোডিক' হইয়া উঠে। ডায়ারী-মূলক রচনা প্রধানতঃ সন-তারিখ চিহ্নিত হয় এবং ইহাতে প্রত্যক্ষতা ও সত্য-ভাবণই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবনা ও চিন্তা এবং প্রত্যক্ষগম্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাই প্রধানতঃ ডায়ারীর বিষয়বস্তু। এই সংজ্ঞানুযায়ী পর্যালোচনা করিলে 'পরিব্রাজক' যে যথার্থ ডায়ারীধর্মী রচনা, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। পত্রাকারে লিখিত হইলেও পত্রের ঐকান্তিক ঘরোয়া পরিবেশ ও সুনিবিড় ব্যক্তিগত সুর-দ্যোতনার অভাবে 'পরিব্রাজক' সাধারণ পত্রের স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীজীর চলিত ভাষার অন্যতম নিদর্শন হিসাবেও 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি মূল্যবান্। চলিত অর্থাৎ কথ্য ভাষাকে কিরূপ সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর, তাহার অন্যতম প্রমাণরূপে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, প্রমথ চৌধুরী অর্থাৎ বীরবল পরিচালিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যাপক আন্দোলনের বহু পূর্বেই স্বামীজীর এই সাহিত্যিক প্রয়াস চলিত ভাষায় সংঘটিত হইয়াছিল। সুপরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যশূন্য চলিত গদ্যরীতি ও ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ হিসাবে স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অম্লান অবদান।

প্রকৃতপক্ষে 'পরিব্রাজক' স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণের একটি মূল্যবান্ ডায়ারী। বিদেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও লিপি-কুশলতার অনন্য স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ ও জাতিকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-মোহে আবিষ্ট হইয়া তিনি কোন সময়েই মাতৃভূমির প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন নাই। বরং বিদেশের পটভূমিকায় স্বদেশেরই কল্যাণ-চিন্তায় বিভোর হইয়া স্বামীজী কখনও বা আনন্দে কিংবা সহানুভূতিতে উৎফুল্ল ও কোমলচিত্ত হইয়াছেন, আবার কখনও বা ব্যথা-বেদনায় করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। স্বামীজী কর্মচঞ্চল, অধীর, অক্লান্ত পরিব্রাজক। বিদেশ পরিভ্রমণকালে যাহা কিছু তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে অর্থাৎ যে দৃশ্য বা ঘটনার তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়বস্তু স্বামীজীর বিশাল প্রাণের উষ্ণ সান্নিধ্যে সজীব ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। বিবেকানন্দের অসাধারণ ঐতিহাসিক জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ভ্রাম্যমাণ দৃষ্টিকে সুতীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম-শাণিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বামীজী ছিলেন সহজাত কবি-প্রাণের অধিকারী। তাঁহার সৌন্দর্যপিয়াসী কবিমনের আত্মপ্রকাশেও 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের কোন কোন অংশ বিশেষ কবিত্বময় ও সরস সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। 'পরিব্রাজকে' সমুদ্র-বর্ণনার মধ্যে স্বামীজীর কবি-চিত্তের অপরূপ সৃজনশীল অনুভূতি ও কল্পনাপ্রসারতার সুনিপুণ প্রকাশ লক্ষণীয়। রূপদক্ষ শিল্পী স্বামী বিবেকানন্দের রসিক চিত্তের পরিচয় স্বরূপ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতি-ভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠ্‌ছে। ঐ সাদা জল শেষ হ'য়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীল-কান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; ......উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গ-কুলের লম্ফ-ঝম্প গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার— সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি।'

পরবর্তী কালে বাংলার জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্তে'র (২য় পর্ব) সমুদ্র-বর্ণনায় স্বামীজীর এই ভাব ও ভাষার এক আশ্চর্য-সুন্দর প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ সংসার-পরিত্যাগী সন্ন্যাসী; অথচ তাঁহার সন্ন্যাসের স্বরূপ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। স্বয়ং সংসারপাশে বদ্ধ না হইয়াও সাংসারিক কল্যাণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকল্যাণের প্রতি তিনি কখনই উদাসীন ও নিরাসক্ত ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার কর্মযোগের মহান্ বাণী জগৎ-সংসারকে কেন্দ্র করিয়া এবং তাহার অধিকতর কল্যাণের উদ্দেশেই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মানব-সেবার মাধ্যমে তাঁহার অদ্বৈতবাদের একটি বিশেষ রূপমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁহার ছিল অপার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ। দরিদ্র মানুষকে স্বামীজী 'দরিদ্র নারায়ণ' নামে আখ্যাত করিতেন। বিদেশ পরিভ্রমণাবস্থাতেও তিনি ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবীদের মহান্ ত্যাগের কথা বিস্মৃত হন নাই। সুয়েজ খাল ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। এই সুয়েজ বন্দরে পৌঁছাইয়াই স্বামীজীর চিন্তা ভারতবর্ষের চিরপদদলিত শ্রমজীবীদের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছে। শ্রমজীবীদের অক্লান্ত পরিশ্রমজাত শিল্পদ্রব্যই একদিন রপ্তানী হইয়া সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপের সভ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। অথচ ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই নীরব, উপেক্ষিত, নিপীড়িত কর্মিগণের যুগান্তকারী অবদানকে কেহই স্বীকৃতি দান করেন নাই। দরিদ্রদরদী বিবেকানন্দের কণ্ঠ তাহাদের জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে সুয়েজ খালের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'এ সুয়েজ খাল খাত স্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। * * * ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান ব্যবস্থার যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে; তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। * * * হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমরা নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। * * * যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; * * * অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি !—তোমাদের প্রণাম করি।'

স্বামীজীর আদর্শ ছিল বেদান্তের অমোঘ বাণী—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' সেইজন্য মানুষের লাঞ্ছনা যে ব্রহ্মেরই অবমাননা, তাহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। সমাজে শ্রেণীভেদ অপসারণের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সকল মানুষকে সমান মর্যাদার আসনে সমাসীন করিবার এক মহৎ প্রচেষ্টার কথাই বিবেকানন্দের সকল আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কেন্দ্রীভূত শক্তির অধীনে থাকিবে না, সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি ও সংহতির উপরই যে আগামী যুগের ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'* * * নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, —তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম ! অতীতের কঙ্কালচয় ! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।'

ভারতাত্মা স্বামীজী বিদেশ ভ্রমণের অবসরেও ভারতবর্ষের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 'পরিব্রাজক' হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ইতিহাস-বিদ্যায় যে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পরিব্রাজকে'র প্রতিটি পত্রেই তাহা গভীরভাবে অনুভূত হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও সমগ্র ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ইহাতে যেমন প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, তেমনি তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজীর চিন্তাগর্ভ মন্তব্য বা সরস ব্যাখ্যা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটির গুরুত্ব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হুঙ্গারি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বামীজী সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপচিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ফ্রান্স ও জার্মানির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্চে; আর এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়-শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙনাগ জার্মানির স্থূল হস্তাবলেপ। * * * ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।'

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটিতে বহু ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা যে একটি সুখপাঠ্য রমণীয় রচনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ স্বামীজীর প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের কৌতুকোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা এই গ্রন্থের সর্বত্র বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও নিরাবিল লঘুরসের সঞ্চারণে বহুল ক্ষেত্রেই সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শ্লেষাত্মক কৌতুকপ্রিয় বাগ্-চাতুর্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পরিব্রাজক' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এই সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু তো দেখেছি—সেতুপতি মহারাজার বাড়ীতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেছি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলো তো মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই। আর নাই বললে কি হবে? "—গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখছেন যে।" তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে —সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা! আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি!'

স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক পুস্তিকাটিতেও তাঁহার গভীর মননশীলতা, ভূয়োদর্শন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক এই গ্রন্থ সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন—

'This book is the product of comparative knowledge of both the continents. As such it is based on empirical knowledge; hence it is of sensate character. It is progressive in its tone.'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মৌলিক ধর্ম বা চারিত্রিক বিচার-বিশ্লেষণ স্বামীজীর পূর্বে এমন নিরপেক্ষ অথচ সুষ্ঠুভাবে কোন গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। সেইদিক হইতে বিচার করিলে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটিকে এবংবিধ আলোচনার পথিকৃতের গৌরব দান করা অসঙ্গত নহে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে স্বামীজী তাঁহার গ্রন্থে উভয় দেশের জাতি-ধর্ম, শরীর-তত্ত্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-পানীয়, রীতি-নীতি, সভ্যতা ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে দুই দেশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজী ছিলেন সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী। কোন প্রকার অন্ধমোহ বা একদেশদর্শিতা কিংবা পক্ষপাতিত্ব তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনায় প্রকাশ পায় নাই। দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে স্বামীজী যেমন উভয়েরই ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি উভয় দেশ ও জাতির গুণ-কীর্তনেও পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার উদার, সুপ্রসারিত দৃষ্টির নিকট কোনরূপ সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। দেশ বা জাতির রীতি-নীতি বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানদণ্ড প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে। সেইখানটা হ'তে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা; আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।'

শ্রীউমাশংকর সরকার

প্রতি দেশ বা জাতির নিজস্ব জীবন-প্রণালী তাহার স্বকীয় অভিজ্ঞতা, সমাজ-ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন-চর্যার মধ্যে এমন কিছু সত্য অবশ্যই নিহিত আছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশ বা জাতি উন্নত ও প্রগতিকামী হয়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতি বিসর্জন দিলে দেশ ও জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব কোন দেশ বা জাতির সহিত সর্বাঙ্গীণভাবে পরিচিত হইতে হইলে তাহার জাতীয় ভাবের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচয় স্থাপন করা প্রয়োজন, নচেৎ কোন দেশ বা জাতির আসল প্রকৃতি বা স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে।'

পাশ্চাত্ত্য দেশ রাজনীতির চর্চায় উন্মত্ত, অপরপক্ষে প্রাচ্য দেশ ধর্মের উন্মাদনায় ব্যাকুলচিত্ত। নগর-রাষ্ট্রসর্বস্ব বহির্জগৎকেই পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী একমাত্র জীবনাদর্শ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি গভীর আসক্তি অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য দেশের সমগ্র চেষ্টা পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিতেই নিয়োজিত হইয়াছে। বাহ্যিক ফ্যাশন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরন্ত চাকচিক্যময় পোশাক-পরিচ্ছদই তাহার অন্যতম সভ্যতার মাপ-কাঠিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য দেশের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্। তাহার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। পার্থিব ভোগ-সম্পদে প্রাচ্য দেশবাসিগণ বীতশ্রদ্ধ —তাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ঊর্ধ্বে শাশ্বত আনন্দঘন সত্তার পিয়াসী। স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের একাংশে লিখিয়াছেন—

'আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে।'

পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সুনিপুণ ও সমুন্নত। তাঁহাদের রাজনীতির মধ্যে একমাত্র কূটনৈতিক চাতুর্যই লক্ষ্য করা যায়—অপরকে শাসন ও শোষণই একমাত্র নীতি এবং সর্বোপরি স্বশক্তি ও সম্পদের প্রাধান্য বিস্তারই তাঁহাদের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ বর্ণনায় স্বামীজীর ব্যঞ্জনাগর্ভ সংক্ষিপ্ত অর্থসার মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

'ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হ'ল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে সর্বদা যুদ্ধ-প্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি-জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।'

প্রাচ্য দেশ অর্থাৎ এশিয়ার সমুদয় জাতির অর্থাৎ আর্যগণের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাহ্য জগতের ভোগ-সৌন্দর্যে প্রাচ্য দেশবাসীর মনের পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। বাস্তব জগতের বহু ঊর্ধ্বে এক শাশ্বত চিরন্তন আনন্দের কল্পলোক রচনাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আশ্রম চতুষ্টয় বা বর্ণাশ্রমের বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনকে আধ্যাত্মিকতার পথে সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে পরিচালনার প্রয়াসই প্রাচ্যদেশীয় জনগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্যসভ্যতার তাঁত: আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষনিবারণ।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্য দেশসমূহের জাতীয় ভাব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর বিশিষ্টতারও পরিচয় দানে প্রয়াসী হইয়াছেন। জাতীয় ভাব-বিস্মৃত পরানুকরণপ্রিয় বর্তমান বাঙ্গালীর দুরবস্থার চিত্রও স্বামীজীর রচনায় অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে; অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি-যন্ত্রণা মাত্র !! খালি পুঁথি প'ড়ছ আর পুঁথি প'ড়ছ! আমাদের বাঙলী আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছে। বক্তৃতায় এ দু-জাত বেজায় পটু। কাজের—এক পয়সাও নয়, বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি ক'রে মরছে !!!'

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশেরই আদর্শ সমভাবে গ্রহণীয়। সাধারণ মানুষের নিকট একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সত্য, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত আত্মিক জগতও সমানভাবেই সত্য। প্রাচ্যদেশীয় জনগণকে জড়তত্ত্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে পাশ্চাত্ত্য জাতির শরণাগত হইতে হইবে। অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদিগকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও রহস্যের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য প্রাচ্য দেশবাসীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্যমাত্রেরই উভয় আদর্শের কোনটিই পরিত্যাজ্য নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় আদর্শের সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য-বিধানেই মানুষের সর্ববিধ জটিল সমস্যার সমাধান যে সম্ভব, তাহাই স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে অতি নৈপুণ্য সহকারে বিবৃত হইয়াছে। অতি সহজ কথ্য ভাষা ও একান্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিগুণে স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-গম্ভীর বিষয়ক আলোচনাও সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী বিবেকানন্দের মনন-চিন্তার ঐশ্বর্য ও বিশাল বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ স্পর্শে তাঁহার পত্রগুলিও সমুজ্জল। পরাধীন আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর জীবনে স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বিচিত্র পত্রসমূহ যে গভীর প্রতিক্রিয়া ও বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

স্বামীজী ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহু সংখ্যক পত্র রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁহার পত্রের সংখ্যাই অধিক। স্বামীজী ত্রিবিধ ভাষায় প্রায় পাঁচ শতাধিক পত্র রচনা করিয়াছেন। সাধু ও চলিত ভাষায় লিখিত তাঁহার বাংলা পত্রগুলির রচনাভঙ্গি অপূর্ব। এক দৃঢ় বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ঔজ্জ্বল্যে স্বামীজীর প্রতিটি পত্রই দীপ্যমান। বিবেকানন্দের সুগভীর মানবপ্রীতি, দরিদ্র মানুষের সেবার্থে তাঁহার ব্যাকুল অন্তরের আকুতি ও স্বদেশবাসীর কল্যাণ কামনায় প্রাণচঞ্চল-বিজড়িত তাঁহার অধিকাংশ পত্রই সাহিত্যের দুর্লভ গুণের অধিকারী হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অভিনব ধর্মাদর্শের প্রবর্তক। মানুষের জীবনের সার্থক পরিণতির জন্য তিনি দুইটি পথের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ত্যাগ ও সেবাই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শের দুইটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাধনায় প্রেমের চরম বিকাশ হইয়াছে সর্বস্ব ত্যাগে; অন্যদিকে শাক্ত সাধনায় শক্তির চরম স্ফূর্তি ঘটিয়াছে কর্মের মাধ্যমে। স্বামীজী এই প্রেম ও শক্তির আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়া যে নূতন জাতীয় আদর্শ সাধারণের নিকট প্রচার করিলেন, তাহাই হইল সেবাধর্ম। আধুনিক যন্ত্রসর্বস্ব জড়বাদী সভ্যতার যুগে কর্ম-সম্পর্কশূন্য ধর্মসাধনা যেমন নিরর্থক, তেমনি ধর্মহীন কর্ম-পন্থাও অনুপযুক্ত ও অসার্থক। সেইজন্য বিবেকানন্দ জাতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া, জাতির প্রাণ-সাধনার সহিত নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া কর্মের মহান্ আদর্শ দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজীর আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠ বাণী গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদেরকে প্রবৃত্ত করেচে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর এই অভিনব আদর্শের রূপ ও মন্ত্রই তাঁহার বিভিন্ন পত্রে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জাতির সর্বতোমুখী কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে পৌরুষ-বীর্যময় সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট পত্রের অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক। * * * কতকগুলো চেলাই চাই—Fiery young men (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে?—Intelligent and brave (বুদ্ধিমান্ ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই মেয়ে মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বনাও আর আমাদের Purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও। * * * সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম,...তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। তাই যদি পারো, তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার ক'রে খাওগে। মিছে eating the begging bread of idleness is of no use (অনয়াসলব্ধ ভিক্ষান্ন খাওয়া নিরর্থক) বুঝলে বাপু? * * * Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পারো—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়। * * * উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, onward. (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, onward নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যাবে পরে ! এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য—আর কিছু নাই। * * * Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী —তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে ? তারা চলে যাক।'

স্বামীজীর সমুদয় রচনার মধ্যে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির আবেদন আছে যে, তাহা দ্বারা পাঠকমাত্রেই অভিভূত হয় এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, রচনার এবংবিধ শক্তি যে কোন কবি বা সাহিত্যিকেরই ঈপ্সিত সামগ্রী। বিবেকানন্দ ছিলেন এমনই দুর্লভ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী। স্বামীজীর রচনা সম্পর্কে মহাপ্রাণ গান্ধীজীর মূল্যবান্ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

'Surely Swami Vivekananda's writings need no introduction from anybody. They make their own irresistable appeal.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ও বাণীভঙ্গি

বিশ্বজগতে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম-সাধক বরেণ্য সন্ন্যাসীরূপেই সমধিক পরিচিত; তিনি যে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক এবং স্বামীজীর সাহিত্য-প্রতিভা তাঁহার যে বহুমুখী মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক, তাহা অনেকেরই নিকট অপরিজ্ঞাত, অর্থাৎ ধর্মবীর বিবেকানন্দের অন্তরালে সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দের পরিচয় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনে সাহিত্য-সাধনার অখণ্ড অবসর ছিল না এবং তাঁহার স্বল্পকালব্যাপী পার্থিব জীবনে মৌলিক বাংলা রচনার পরিমাণও সুবিপুল নহে। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য যে সজ্ঞান সচেতন সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজন, ধর্মবীর বিবেকানন্দ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অর্থাৎ সাহিত্য-ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করিতে হইলে যে নিষ্ঠা ও সাধনায় ব্রতী হইতে হয়, স্বামীজীর জীবনে তাহারও কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীজীর সাহিত্যিক পরিচয়ের প্রকাশ রুদ্ধ হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণপ্রিয় সন্তান বিবেকানন্দ যেটুকু সামান্য সাহিত্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট পদ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বামীজী যে সহজাত সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিটি বাংলা রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্য-লাবণ্য হইতে প্রমাণিত হয়। বিবেকানন্দ সর্বত্রই ভাষা ও বাণীভঙ্গির ক্ষেত্রে স্বকীয়তার পরিচয় দান করিয়াছেন।

প্রতিভাবান মানুষ মাত্রেই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। আপন স্বাতন্ত্র্যে তিনি সাধারণ মানুষ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠেন। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যই হইল ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ষ্টাইল। সাহিত্য-জগতেও ভাব, ভাবনা ও প্রকাশনায় যে লেখকের স্বাতন্ত্র্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তথাকথিত সাধারণ লেখকগণের পংক্তি হইতে যাঁহার অন্যত্র স্থান নির্দিষ্ট হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, সেই লেখক এক মহিমময় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা ষ্টাইলের অধিকারী। ষ্টাইল অর্থাৎ বাণীভঙ্গির তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—ভাব বা বিষয়, চিন্তানুভূতি ও পরিবেশনা। বাণীভঙ্গি অর্থাৎ ষ্টাইল সম্পর্কে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচকের উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—

'The idea of style is essentially and immutably manner, the whole manner in which ideas are conceived and brought into the world as written words, manner of thinking, manner of feeling and manner of expression'.

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ এক বিশিষ্ট বাণীভঙ্গির অধিকারী। ভাষা ও বাণীভঙ্গির ক্ষেত্রে অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনাশৈলী, উপস্থাপনা ও পরিবেশন-ভঙ্গির ভিতর দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্সত্তার পরিচয় এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, 'style is the man'—এই বিশিষ্ট উক্তিটি তাঁহার সম্পর্কে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসংগত হয় না। লেখকের অন্তরঙ্গ স্বভাবের প্রতিফলনের উপরই যথার্থ সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—

'আমরা কাব্যই লিখি আর অলঙ্কারই লিখি তার ভিতর কোনই মূল্য থাকে না, যদি একটি ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচায়ক না হয়। এই মনের বিশেষত্ব যদি এক পয়সাও হয়, তার দাম ষোল আনা।'

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অসাধারণ সমাজ-কর্মী, ধর্ম-সংস্কারক ও মানব-সেবাব্রতী। স্বামীজীর গভীর আত্মপ্রত্যয়, তেজস্বিতা ও মহান্ আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁহার কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গে বিকীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দের জীবন ও রচনাকে পৃথক করিয়া পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় না। যে বলিষ্ঠ ভাবুকতা, অদম্য কর্ম-চঞ্চলতা ও সত্যনিষ্ঠ মহত্তর আদর্শ-প্রজ্ঞা তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহাই তাঁহার সমুদয় রচনার দেহ (form) ও আত্মায় (content) সঞ্চারিত হইয়া রচনাসমূহকে সজীব, স্বচ্ছন্দ ও গতিমুখর করিয়া তুলিয়াছে। সত্যদর্শী, মহাত্যাগী নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর সমগ্র জীবনে এক অসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিত্রিক গরিমা ও কঠোর সংযম পরিলক্ষিত হয়—এই চরিত্রগত সংযমবোধ তাঁহার ভাষাতেও অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর রচনায় কোথাও অস্পষ্টতা, জটিলতা বা আড়ষ্টতা নাই—অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সূত্রপাত করিয়া শূন্যগর্ভ আস্ফালনের কোন প্রকার প্রয়াস নাই। সহজ, সরল অথচ তেজোদৃপ্ত ভাষায় অন্তরের বলিষ্ঠ ভাব ও ভাবনা সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গির সংযম-স্বাতন্ত্র্য তাঁহার রচনাকে একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য দান করিয়াছে। বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি চলিত ভাষা ও রীতি প্রয়োগেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। সাধু ভাষার গুরু-গম্ভীর উদাত্ত গুণ বাহ্যতঃ আকর্ষণীয় হইলেও জনসাধারণের নিকট তাহার কোন আবেদন নাই—এই সাধারণ সত্যটি, গণমানুষের সরল প্রাণের কথাটি তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য সাধারণ-বোধ্য, জনগণের মনপ্রাণ উদ্দীপনাকারী সহজ সরল মৌখিক ভাষা স্বামীজী তাঁহার গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জন-বন্দিত হইয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙ্গালী সাহিত্যিকমাত্রেই অল্পাধিক সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগেও বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পথ-চিহ্ন অনুসরণ করেন নাই। স্বামীজীর পূর্বগামী বা সমসাময়িক কোন শক্তিশালী সাহিত্যরথীরই প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় না। বরং স্বামী বিবেকানন্দ ভাষা ও বাণীভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁহার মন্ত্রগুরু সমন্বয়ের বার্তাবাহক দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ ভাষা ও বাচনভঙ্গিকেই বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। স্বামীজী স্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'Simplicity is the secret. My ideal of language is my Master's language, most colloquial and yet most expressive. It must express the thought which is intended to be conveyed.'

বাংলাদেশে ধর্মগুরুগণের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় ভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য দুরূহ 'দেবভাষা'য় প্রধানতঃ তাঁহাদের ধর্মকথা বিবৃত হইয়াছে। ফলে, ধর্মের তত্ত্ব মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের বোধগম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে সীমায়িত হইয়া সাধারণ মানুষের আয়ত্ত-বহির্ভূত থাকিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহায়তায় শাস্ত্রের গূঢ়তম ধর্মীয় তত্ত্ব ও সত্যের সাধারণ্যে প্রচার লাভের সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার সহজ মৌখিক ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিগুণে নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তিগণের নিকট দুরূহ তত্ত্ব-কথাও সুবোধ্য ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মীয় গুহ্য বিষয় প্রকাশকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোট ছোট গল্প বা কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছেন এবং এই সকল কথা বা কাহিনীর অধিকাংশ উপাদানই দেশের মাঠ-ঘাট, হাট-বাজারের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা হইতে সংগৃহীত বলিয়া ইহার আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-ব্যবহৃত উপমা ও রূপকগুলিতে বাংলাদেশের অতি পরিচিত ঘরোয়া জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাহা সারল্যে ও জ্ঞানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। শ্রী-ম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী,—সেই ইট, চুণ, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।"

স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণে এমন সহজবোধ্য মৌখিক ভাষা ও সরল বাচনভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ তৎকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যতীত অপর কোন ধর্মগুরুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। শ্রী-ম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর অবিকৃতি ও প্রামাণ্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং শ্রী-মকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

'Thanks ! 100000 Master ! you have hit Ramkrishna in the right point.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়া শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাণী হইতেও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অকৃত্রিমতা (authenticity) প্রমাণিত হয়—

'তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা ও ভঙ্গিগত আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ মৌখিক অর্থাৎ চলিত ভাষার প্রাণশক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যে ভাষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাংলা ভাষার যথার্থ রূপ-নির্ণয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। বাংলা ভাষা-সংস্কারে স্বামীজীর সারগর্ভ মন্তব্যের কিয়দংশ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' হইতে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। * * * বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব। এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়— * * * ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডাল ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার চাল-চলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।'

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রীতিবোধ ছিল অসাধারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলা ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি নানাভাবে ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। বাংলা ভাষার একটি আদর্শ কাঠামো গঠনের যে অনিবার্য আবশ্যকতা স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তারই পরিচায়ক। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে বহু সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার আর একটি সুচিন্তিত মন্তব্যের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'The Bengali language must be modelled not after the Sanskrit, but rather after the Pali, which has a strong resemblance to it. In coining or translating technical terms in Bengali, one must, however, use all sanskrit words for them, and an attempt should be made to coin new words. For this purpose, if a collection is made from a Sanskrit dictionary of all those technical terms, then it will help greatly the constitution of the Bengali language.'

চলিত ভাষা ও রীতির প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগে তাঁহার যে অসাধারণ উদ্যম, তাহা সর্বতোভাবে অভিনন্দনীয়। অথচ স্বামীজী স্বয়ং তাঁহার সাহিত্য-কর্মের সূচনা করেন সাধু ভাষা ও রীতির মাধ্যমে। বিবেকানন্দ যে স্বল্পকাল সাহিত্য-চর্চা করিয়াছেন, তাহার প্রথম কয়েক বৎসরের রচনা মুখ্যতঃ সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সমগ্র গদ্যরচনায় তিনি চলিত ভাষা ও রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাধু ভাষায় লিখিত রচনাদির প্রতিক্রিয়া হইতেই স্বামীজী বাংলা ভাষার যথার্থ রূপ ও রীতি সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌখিক ভাষার আদর্শে সাহিত্যে ভাষা-প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন। পরবর্তী কালের রচনাসমূহে স্বামীজীর এই চিন্তার কার্যকরী প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রার বহু পূর্বেই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ '*Imitation*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of Christ'-র অনুবাদ করেন। তাঁহার এই অনূদিত রচনার ছয়টি পরিচ্ছেদ তৎকালীন বিশিষ্ট মাসিক 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনায় স্বামীজী যে সাধু ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি রমণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঈশা-অনুসরণ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সকলেই স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঈশ্বরের ভয় না থাকিলে সে জ্ঞানে লাভ কি ?

আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর গতি-বিধি পর্যালোচনা করিতে ব্যস্ত, সেই গর্বিত পণ্ডিত অপেক্ষা কি—যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে ?

যিনি আপনাকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন, তিনিই আপনার চক্ষে আপনি অতি হীন এবং তিনি মনুষ্যের প্রশংসাতে অণুমাত্রও আনন্দিত হইতে পারেন না। যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয়ই জানি, কিন্তু আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে যে ঈশ্বর আমার কর্মানুসারে আমার বিচার করিবেন, তাঁহার সমক্ষে আমার জ্ঞান কোন্ উপকারে আসিবে ?'

'ঈশা-অনুসরণে'র পর স্বামী বিবেকানন্দ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন' ও 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সাধু ভাষায় রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার 'বর্তমান ভারত' নামক গ্রন্থটি সাধু ভাষা ও রীতিতে লিখিত হইয়াছে।

স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের রচনাভঙ্গি অপেক্ষাকৃত জটিল ও দুর্বোধ্য। বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় ইহা লিখিত। স্বামীজীর সাধু ভাষা তৎকালে প্রচলিত বঙ্কিমী সাধু ভাষার অনুরূপ নহে। তাঁহার সাধু ভাষা ও রীতিরও একটি পৃথক্ বৈশিষ্ট্য ছিল। 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যে ক্রিয়াপদের পরিবর্তে বিশেষণ প্রয়োগের বিশেষ বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। অনাবশ্যক শব্দ বর্জন করিয়া সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনাও স্বামীজীর সাধু গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ থাকিলেও 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যভাষার গতিবেগ কোথাও ব্যাহত হয় নাই। গুরু-গম্ভীর ভাব-চিন্তার সহিত তদনুযায়ী ভাষা অর্থাৎ গুরু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভার বহনক্ষম ভাষার আশ্চর্য-সুন্দর সমাবেশ 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যরীতি ও ভাষাকে এক বিশিষ্ট গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিবেক-সাহিত্যবোদ্ধার উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—

'আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধহয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমত প্রয়োগ করিয়াছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দের সাধু গদ্যভাষা ও রীতির দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহার 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষি-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে যে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি ; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে : "ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ" ॥'

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি রচনাকালেই স্বামী বিবেকানন্দ সাধু ভাষার দুর্বোধ্যতা ও জনসাধারণের নিকট ইহার অনুপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হন এবং তখন হইতেই তিনি সাহিত্যে সহজবোধ্য চলিত ভাষার প্রয়োগ-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। 'বর্তমান ভারতে'র পর স্বামীজীর সমুদয় গদ্যরচনায় চলিত ভাষা ও রীতি অনুসৃত হইয়াছে। 'ভাববার কথা', 'বাঙ্গালা ভাষা' ও 'শিল্পের ভূত' নামক কয়েকটি ক্ষুদ্র গদ্যরচনা এবং 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক দুইটি বিশিষ্ট গ্রন্থ স্বামী বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি ও ভাষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ চলিত ভাষা ও রীতির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন এবং এই ভাষা যে সকল প্রকার মনোভাব বা বিষয় প্রকাশের উপযোগী, তাহা তিনি তাঁহার সাহিত্য-কর্মের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বাংলা চলিত ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে স্বামীজী লিখিয়াছেন—

'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয় দাঁত পড়ে না।'

পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও চলিত গদ্যরীতি ও ভাষার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন এবং সাধু ভাষার তুলনায় চলিত ভাষার অকৃত্রিমতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রসঙ্গে যে চিন্তাগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। * * * চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। আমাদের দিনরাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা। * * * আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেককাল থেকে জাতে ঠেলেছি। সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান এসেছে তাড়া করে। সেইজন্যেই খিড়কির দরজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক। অন্দর মহলে যে মেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না। তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকুচিত হয়েছে তাদের শক্তি। পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মনন-শীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয়নি; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।'

বাংলা চলিত ভাষা অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতি সর্বপ্রথম যিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী নহেন—একজন বিদেশী শিক্ষাব্রতী। বিদেশী এই শিক্ষাব্রতী হইলেন উইলিয়ম কেরি—তৎকালে তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-সংস্কৃত ভাষার অধ্যক্ষ। উইলিয়ম কেরি বাংলা মৌখিক ভাষার অমিশ্র রূপটি আয়ত্ত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলা গদ্যের মৌলিক স্বভাবের সহিত পরিচিত হইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরি 'কথোপকথন' বা '*Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language*' (১৮০১) নামক দ্বিভাষিক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small·work...'

'কথোপকথনে'র ভাষায় প্রধানতঃ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চলিত বা মৌখিক অর্থাৎ লোকভাষার আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। বাংলা চলিত ভাষা ও রীতির সর্বপ্রথম নিদর্শন স্বরূপ 'কথোপকথন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'তোদের বৌ কেমন রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কামি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।'

উইলিয়ম কেরির 'কথোপকথন' গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় অর্ধশতাধিক কাল পরে বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষাকে সর্বপ্রথম সাহিত্যিক মর্যাদা দানের চেষ্টা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে সমধিক পরিচিত। প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) নামক তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম উপন্যাস রচনায় চলিত ভাষা ও রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও সাধু ভাষার কাঠামো তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি প্রচুর তদ্ভব ও দেশী শব্দের এবং চলিত ভাষার 'ইডিয়ম' অর্থাৎ বাক্-পদ্ধতির ব্যবহারে তাঁহার নৈপুণ্য অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালী ভাষা'র অন্য বহুবিধ ত্রুটি স্বীকার করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন—

'কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ল ভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।'

'আলালী ভাষা'য় প্যারীচাঁদ মিত্র যে সর্বত্র চলিত ভাষার রূপাদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার ক্রিয়াপদ ব্যবহারেই তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্যারীচাঁদের রচনায় সাধু ও চলিতর ভাষা ক্রিয়াপদের যথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং কোন কোন স্থলে সাধু ভাষার চলিত রূপদানে এমন হাস্যকর ও অস্বাভাবিক প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে শব্দ-বিকৃতি দোষ ঘটিয়াছে। 'আলালী ভাষা'র দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়াশুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোচ—দাদা যা বলেন তাইতেই মত—সুতরাং স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দন্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না। রোগীর হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন—কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও এক২ বার ফেল২ করিয়া চায়—এক২ বার জিহ্বা বাহির করে—এক২ বার দন্ত কড়্মড়্ করে—এক২ বার শ্বাসের টান দেখায়—এক২ বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে২ বসেন, রোগী গড়িয়া২ গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোঁড়ারা জিজ্ঞাসা করিল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায় মহাশয় ? এ কি ? তিনি বলিলেন—এ পীড়াটি ভয়ানক—বোধ হয় জ্বর বিকার ও উল্বণ হইয়াছে। পূর্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম, এক্ষণে শিবের অসাধ্য।'

প্যারীচাঁদের চলিত গদ্যরীতির অভিনবত্বে পরবর্তী লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন মনেপ্রাণে এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন, তেমনি তিনি 'আলালী ভাষা'র দুর্বলতাও অনুধাবন করিয়া তাহার সংশোধন-কর্মেও ব্রতী হন। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র চারি বৎসর পর কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' (১৮৬২) প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদের ভাষা-প্রয়োগগত যে অক্ষমতা ছিল, তাহা তাঁহার রচনায় বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশ লাভ করে। কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিত গদ্যরীতি ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে অনুশীলনে প্রয়াস পাইয়াছেন। চলিত উচ্চারণের ভঙ্গি অনুসারে বানান-নির্মাণেও তাহার ভাষা-সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন কলিকাতায় প্রচলিত কথ্য ভাষাকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছেন এবং ইহার উপরই তাঁহার চলিত গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতার জনসমাজে ব্যবহৃত হ্রস্ব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াও তিনি তাঁহার চলিত গদ্যভাষাকে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও গতিশীল করিয়া তুলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'হুতোম প্যাচার নক্সা' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়্‌চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ-পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ করে চলেচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে ;—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে আজ বড়ই ধূম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরে ও দুচার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরাও আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোয়াররাও মিল তাল-দোরস্ত।'

প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা সর্ববিধ রচনা-কর্মেই যে চলিত ভাষা ও রীতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহাদের অন্যান্য বহু গ্রন্থই সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, তাঁহারাও চলিত গদ্যরীতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের পরেও বাংলা চলিত ভাষায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াস লক্ষিত হইলেও তাহা সুকর্ষিত আদর্শের অভাবে সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতি ও ভাষার স্থায়ী মর্যাদা দানের ঐকান্তিক সাহিত্যিক প্রয়াস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পরে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় ব্যবহৃত ভাষার ন্যায় তিনিও তাঁহার চলিত গদ্যভাষাকে কলিকাতার কথ্য অর্থাৎ চলিত ভাষার আদর্শে গঠন করিয়া সাহিত্যে তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্পর্কে সচেষ্ট হন। এই সূত্রে বিবেকানন্দের ভাষাকে 'হুতোমী ভাষা'র সগোত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা নিতান্তই অসংগত হয় না। কিন্তু ভাষা-প্রয়োগের উদ্দেশ্যগত তারতম্যই তাঁহাদের উভয়ের অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন ও স্বামীজীর ভাষা-রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। রঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টিতেই 'হুতোমী ভাষা'র সার্থকতা, অন্য বিষয়ে তাহা নিস্তেজ, অশালীন ও অসুন্দর। কিন্তু বিবেকানন্দের ভাষা গুরু-গম্ভীর বা লঘু যে কোন বিষয় প্রকাশেই সম্পূর্ণ উপযোগী। বিচ্ছিন্ন কথোপকথন, কাহিনী বা নক্সা জাতীয় রচনা ভিন্ন নানাবিধ তথ্য-সমৃদ্ধ বা তত্ত্বপূর্ণ রচনাতেও যে চলিত ভাষা ও রীতির প্রয়োগ সম্ভবপর, তাহা স্বামী বিবেকানন্দই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়াছেন। চলিত ভাষায় গুরু-গম্ভীর বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার পথিকৃতের মর্যাদা নিঃসন্দেহে স্বামীজীরই প্রাপ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা যেন 'সাফ ইস্পাৎ'। সর্বপ্রকার মনোভাবকে সুচারুভাবে প্রকাশ করিবার এক অসামান্য ক্ষমতা এই ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। স্বচ্ছ মুক্ত প্রস্রবণ ধারার সহিত স্বামীজীর ভাষা-প্রবাহের তুলনা করা যায়। এই ভাষা কখনও চলমান সাবলীল গতির ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বদেবতার বন্দনায় মুখরিত, কখনও বা উপলবন্ধে ভাষার সহজ গতিপথ রুদ্ধ হইলে অন্তর্নিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওজোগুণের তীব্রতায় তাহা লঙ্ঘন করিয়া বিপুল উৎসাহে গমনোদ্যত ও জনকণ্ঠে বন্দিত। ভাষার শৌর্য ও সৌকুমার্যের একত্র অবস্থান শক্তিশালী ভাষা-শিল্পীর রচনাতেই প্রত্যাশা করা সম্ভব। স্বামীজীর ভাষা লাবণ্যে-লালিত্যে, কারুণ্যে-কাঠিন্যে এক অনন্যসুন্দর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি ও ভাষাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। চলিত ভাষায় লিখিত স্বামীজীর মনীষাদীপ্ত বিশিষ্ট রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র রীতিগত বৈশিষ্ট্য ও বিষয়গত গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম সচেতন হইয়াছিলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাহা একটি ঘটনার বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যায়। জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার এক প্রবন্ধে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার সময় লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়। এ ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।' বইখানি লইয়া দীনেশবাবু চলিয়া গেলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের চলিত গদ্যভাষা দর্শন-ধর্ম-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিচিত্র বিষয়ের গভীর আলোচনাতেও এক আশ্চর্য-সুন্দর স্বচ্ছন্দ গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিয়াছে। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক পুস্তকে চলিত গদ্যরীতির যেমন অদ্ভুত উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এক সহজাত সাহিত্যিক সৌন্দর্যেও গ্রন্থটি মহিমান্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি মুক্তা প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইউরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী, দরিদ্র তাদের ঘর-দোর ক্ষেত-ময়দান ঘ'ষে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি ক'রে রাখছে। এক জাপান ছাড়া এ ভাব আর কোথাও নাই। সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষীর ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ—একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে।'

স্বামী বিবেকানন্দের সহজ সরল জীবন-দর্শনের ন্যায় তাঁহার ভাষাও হইয়াছে নিঃসংশয় ও অকপট। তাঁহার প্রতিটি বাক্য বিন্যাসনৈপুণ্যে যেমন সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ, তেমনি সংযত-সুন্দর। অন্তরের বিচিত্র ভাবরাজিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী যে কোন উপযুক্ত শব্দকেই তিনি নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন। স্বামীজীর রচনা-চাতুর্যে বিবিধ নূতন সমাস, উপমা ও শব্দ উদ্ভূত হইয়া বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

চলিত বাংলার শব্দ-সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দের এমনই আয়ত্তাধীন ছিল যে, ইহাদের যথাযোগ্য প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার নানা চলিত বুলির বহুল প্রয়োগ 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'ও লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্বামীজী তাঁহার বিবিধ পত্রে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ, 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে অসংখ্য বাংলা ও ইংরেজী চলিত উক্তি বা প্রবচন ব্যবহার করিয়াছেন। 'হামবড়া', 'উল্টা সমঝালি রাম', 'হালে পানি পাওয়া', 'নিমকহারামি', 'ওছল পাছল', 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে', 'ভাবের ঘরে চুরি', 'আক্কেল গুড়ুম', 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'ছোঁক ছোঁক করা', 'কচু পোড়া খাও', 'কিম্ভূতকিমাকার', 'গুষ্টির পিণ্ডি', 'গদাই লস্করী চাল', 'মোদ্দা কথা', 'টাল মাটাল', বা 'Slow but sure', 'Strike the iron while it is hot' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। দ্বিত্ব শব্দের ব্যবহারেও তাঁহার রচনা লোকভাষার অধিকতর সমীপবর্তী হইয়া জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—যেমন, 'লেকচার-ফেকচার', 'ব্যারাম-ফ্যারাম', 'ফিল্টার-মিল্টার' ইত্যাদি। স্বামীজীর স্বল্পায়ু জীবনেই বাংলা সাহিত্যে যে ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি প্রসাদগুণে সরস ও প্রাণময়।

চলিত অর্থাৎ লোকভাষা বা মৌখিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব সমন্বয়ে যে এক অদ্ভুত শক্তিশালী ভাষা তৈয়ারী করা সম্ভব, তাহা স্বামীজীর ভাষা হইতেও প্রমাণিত হয়। কৌতুকপ্রিয় স্বামীজীর সহজ পরিহাসপ্রিয়তার গুণে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সরসভাবে পরিবেশিত হইয়া উপভোগ্য ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। কৌতুকরস পরিবেশনে তাঁহার এমনই আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, স্বামীজীর গুরু-গম্ভীর বক্তব্য বিষয়ও কোথাও লঘু বা তরল হইয়া দুর্বল হইতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

"এ 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এ দিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে —চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ'। বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায়?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত ক'রে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া'!"

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা ও বাণীভঙ্গি যেমন সহজ, সরল তেমনি বলিষ্ঠ ও ব্যঞ্জনাগর্ভ। স্বামীজীর গদ্য-পদ্য সমুদয় রচনাই ওজোগুণধর্মী বলিষ্ঠ রচনারীতির সার্থক নিদর্শন। তাঁহার ভাষা গভীর আবেগানুভূতিতে কবিত্বময়, অথচ যুক্তি-তর্ক ও মননের আলোকে দীপ্তোজ্জল। আবেগধর্ম ও মননশীলতার এমন সার্থক-সুন্দর সমন্বয়ে গঠিত ভাষা ও বাণীভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট।

বাংলা চলিত ভাষাকে সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করিয়া নূতন রূপ ও রসে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার ঋজু-সংহত অথচ বজ্র-তেজোদীপ্ত ভাষা ও বাণীভঙ্গির আদর্শ পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিতে কাহারও রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না—বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তাহা আজও নিঃসঙ্গ, একক।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১ম ও ২য় খণ্ড)
অনিলচন্দ্র ঘোষ	'যুগাচার্য বিবেকানন্দ : জীবনী ও বাণী'
অন্নপূর্ণা দেবী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
অপূর্বানন্দ স্বামী	'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ'
অভেদানন্দ স্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
অমরনাথ রায়	'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'
অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ	'বিবেকানন্দ'
অসিত মুখোপাধ্যায়	'স্বামী বিবেকানন্দ'
ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য	'স্বামী বিবেকানন্দ'
কলিঙ্গনাথ ঘোষ	'মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ'
"	'স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র, সেবাধর্ম ও স্বদেশপ্রেম'
কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	'স্বামীজীর জীবনকথা'
কুমারচৈতন্য ব্রহ্মচারী	'হৃদিবান বিবেকানন্দ'
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী'
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ	'মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ'
তামসরঞ্জন রায়	'যুগাচার্য বিবেকানন্দ'
"	'বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা'
"	'স্বামী বিবেকানন্দ'
ত্র্যম্বকানন্দ স্বামী	'বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ'
দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়	'স্বামী বিবেকানন্দ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলীপ মুখোপাধ্যায়	'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু'
দেবেন্দ্রনাথ দাসচৌধুরী	'বিবেকানন্দের ছাত্রজীবন'
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	'বিবেকানন্দ'
দ্বিজপদ ভট্টাচার্য	'ছোটদের স্বামী বিবেকানন্দ'
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়	'বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ'
নিবারণ সেন	'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনী ও বাণী'
নির্লেপানন্দ স্বামী	'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে'
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য	'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ'
পরেশ ধর	'স্বামী বিবেকানন্দ'
পূর্ণানন্দ স্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব রহস্য'
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা	'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ'
প্রমথনাথ বসু	'স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
প্রিয়রঞ্জন সেন	'বিবেকানন্দ চরিত'
প্রেমঘনানন্দ স্বামী	'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' (১ম ও ২য় খণ্ড)
,,	'স্বামী বিবেকানন্দ'
,,	'শিকাগোয় বিবেকানন্দ'
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	'স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র'
,,	'স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতি'
বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য	'বিবেকানন্দের রাজনীতি'
বিমল সাহা	'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ স্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
ভূতনাথ ভৌমিক	'স্বামী বিবেকানন্দ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	'স্বামী বিবেকানন্দ'
মণি বাগচী	'আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ'
"	'সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'
"	'সেই বরেণ্য সন্ন্যাসী'
মতিলাল রায়	'যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	'বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা'
মনোরম গুহঠাকুরতা	'স্বামী বিবেকানন্দ'
মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী	'বিবেকানন্দ-চরিত'
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'
"	'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
"	'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী'
"	'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম ও ২য় খণ্ড)
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	'যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ'
মোহিতলাল মজুমদার	'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	'বিবেকানন্দ স্বামী'
রাণা বসু	'স্বামী বিবেকানন্দ'
লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়	'স্বামী বিবেকানন্দ'
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	'স্বামীজীর কথা'
শশিভূষণ ঘোষ	'স্বদেশের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ'
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	'ছেলেবেলার বিবেকানন্দ'
শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	'স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা'
"	'পরিব্রাজকাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ'
শুদ্ধানন্দ স্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
"	'স্বামীজীর কথা'
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস	'যুগর্ষি বিবেকানন্দ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামলাল গোস্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
শ্রদ্ধানন্দ স্বামী	'বাংলার বিবেকানন্দ'
শ্রী-ম	'স্বামী বিবেকানন্দ'
শ্রীশরণাপুরী	'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'
সত্যঘনানন্দ স্বামী	'আমাদের বিবেকানন্দ'
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	'স্বামী বিবেকানন্দ'
"	'বিবেকানন্দ-চরিত'
সরলাবালা সরকার	'স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'
সুজিতকুমার নাগ	'বীর সাধক বিবেকানন্দ'
সুন্দরানন্দ স্বামী	'জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ'
সুবর্ণপ্রভা সোম	'বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য'
সুবোধচন্দ্র মজুমদার	'স্বামী বিবেকানন্দ'
সুশীলকুমার দেব	'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'
সোমেশ্বরানন্দ স্বামী	'স্বামী বিবেকানন্দ'
হরিপদ মিত্র	'স্বামীজীর কথা'
হৃষিকেশ শীল	'স্বামীজীর স্বপ্ন ও নেতাজী'

Abhedananda Swami	*Swami Vivekananda and his work in America.*
Avyaktananda Swami	*Vivekananda the National builder.*
B. Majumder	*Vivekananda, the informer of Max-Muller.*
Benishankar Sharma	*Swami Vivekananda (A forgotten chapter of his life).*
Bejoy Chandra Bhattacharya	*Karl Marx and Vivekananda.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bhupendranath Datta	*Swami Vivekananda, Patriot-Prophet — a Study.*
,,	*Vivekananda—The Socialist.*
D. V. Athalye	*An exposition of Swami Vivekananda's conception of Vedantism.*
,,	*Swami Vivekananda, a study.*
Eastern and Western Admirers	*Reminiscences of Swami Vivekananda.*
Eastern and Western disciples	*Life of Swami Vivekananda.* (Vol I, II, III & IV)
Jagadishwarananda Swami	*Swami Vivekananda and modern India.*
James E. Phillips	*Vedanta Philosophy : An Examination of Vivekananda's Karmayoga.*
Jawaharlal Nehru	*Sri Ramkrishna and Swami Vivekananda.*
Jhon Murdoch	*Swami Vivekananda on Hinduism ; an examination of his address at the chicago Parliament of religions.*
Kamakhyanath Mitra	*Swami Vivekananda the great world teacher and prophet of new India.*
M. S. Natesan	*Swami Vivekananda, a sketch.*
Marie Louise Burke	*Swami Vivekananda in America, New Discoveries.*
Monamohan Ganguly	*The Swami Vivekananda—A study.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

N. Kasturri	*Swami Vivekananda, the patriot monk of modern India.*
Nagendranath Gupta	*Ramakrishna-Vivekananda.*
Nikhilananda Swami	*Vivekananda, a biography.*
,,	*Vivekananda Swami.*
Nivedita Sister	*Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda.*
,,	*The Master as I saw him.*
Ramprasad K. Desai	*Life of Swami Vivekananda.*
Romain Rolland	*Prophets of the new India.*
,,	*The life of Vivekananda and the Universal Gospel.*
Sadasivananda Swami	*Swami Vivekananda, my master.*
Sanjib Chaudhuri	*Vision of Vivekananda.*
Trilochan Das	*The Social Philosophy of Swami Vivekananda.*
Virajananda Swami	*Life of Swami Vivekananda.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi